বরুণা।

(গীতি নাট্য)

[১৩১৫ । ২৭শে আষাঢ়, কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলেজ স্কোয়ার, জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫।

মূল্য ॥০ আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শিববর্ম্মা	...	কঙ্কণরাজ
মানবেন্দ্র	..	ঐ মন্ত্রী (ছদ্মবেশী কেরলরাজ)
পুণ্ডরীক	..	ঐ পুত্র
অভিরাম	..	ঐ অনুচর (ছদ্মবেশে মানবেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র)
আনন্দগিরি	...	মহান্ত
কঞ্চুকী	..	কঙ্কণ রাজান্তঃপুররক্ষক
মংরু	...	কিরাতপতি
কাঞ্চীরাজ	...	... ...

সহচরগণ, বন্দিগণ. ব্যাধগণ. সৈন্যগণ, পুরবাসিগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ।

বরুণা	...	কিরাতপালিতা কেরল রাজকুমারী
রাণী	...	কঙ্কণ মহিষী
মাধবী	..	কঙ্কণ মহিষীর পালিতা কন্যা
জটাবতী	...	কিস্কিন্ধ্যার রাজকুমারী
কাঞ্চীরাজকুমারী	...	... ...

বন্দিনীগণ, কিরাতনন্দিনীগণ. রাজকুমারীগণ. সখিগণ ইত্যাদি

প্রস্তাবনা।

রঙ্গিণীগণের গীত।

চোখ থাকেত রূপ থাকে না বিধাতার মানা।
দেখে দেখে জনম গেল আঁখির ছলনা॥
খোলা চোখে রূপ দেখে কেউ মরমে মরা,
ভোলা আঁখি ধরলে সখী রূপের পশরা।
(তখন,) রূপ-সোহাগে কাড়াকাড়ি জেগে ওঠে যাতনা।
কান্না-হাসি পাশাপাশি এইত প্রেমের নিশানা॥

বরুণা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপবন।

বরুণা।

গীত।

প্রাণ বলে আজ খেলবো এক খেলা।
কার যে সঙ্গে কেমন রঙ্গে করবো কত মেলা॥
মানাতো মানে না প্রাণ,
সাধের গাঙ্গে ডাকলো বান,
দুকূল কানে কান—
চলে আয় কে দিবিরে গা ভাসান।
থলা ঢেউ তুলছে কত মালা
কেউ না আসে নিজে ভাসি প্রভাত বেলা॥

বরুণা। খেলাত খেলবো, প্রাণত খেলতে চায়; কিন্তু কোথায় খেলি, আর কারে নিয়েই বা খেলি

(মংরুর প্রবেশ)

বরুণা। বাপ! আজ আমি সহরে মাংস বেচতে যাব।

মংরু। সত্যি বলছিস না তামাসা করছিস রে?

বরুণা। না বাপ তামাসা নয়, আমার সহর দেখবার বড় সাধ হয়েছে।

মংরু। তা মাসের পশরা মাথায় করে যাবি কেন মা! তোর বাগানেতে রাশি রাশি ফুল ফোটে, তাই ডালা সাজিয়ে সহরে নিয়ে যানা। তোর বাগানে যে সব ফুল আছে, তা রাজা রাজড়ার বাগানেও খুঁজে পাওয়া যায় না, ফুলওয়ালী হয়ে সহরে বেড়িয়ে আয়না কেন?

বরুণা। বেদেনীর তোলা ফুল, কোন্ দেবতার কাজে লাগবে বাপ? আমার গাছের মাথার ফুল সহরের মাটীতে ছড়াছড়ি যাবে! অমনি দিতে গেলেও কেউ ছোঁবে না, তাতো প্রাণে সইবে না।

মংরু। হুঁ তা ঠিক বলছিস। তাহলে তোকে বলবো?

বরুণা। কি বাপ?

মংরু। অনেক কাল পরে বলছি—দেখছি আর না বললে চলে না।

বরুণা। কি বাপ?

মংরু। তুই রাজার বেটী।

বরুণা। বলিস কি!

মংরু। হাঁ মা মিথ্যা নয়। আমরা বেদে বেদেনীরে তোকে মানুষ করেছি, ভগবান দয়া করে তোকে আমাদের হাতে ফেলে দিয়েছিল।

বরুণা। আমার বাপ তাহলে কোথা?

মংরু। তা জানিনে।

বরুণা। আছে কি না আছে তা জানিস?

মংরু। তাও জানি না, সমুদ্রের ধারে আমি একবার শাঁক কুড়ুতে যাই, সেই সময় তোকে এক পেঁটরার ভেতর কুড়িয়ে পাই। তোর গলায় এক পদক ছিল, আর তার ভেতরে একখানা ভুজ্জিপত্তরের চিরকুটে কি লেখা ছিল; একজন পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়ে জেনেছি, তুই রাজার বেটী। বরুণ দেবতা দিয়েছেন বলে তোকে আমরা বরুণী বলে ডাকি, আর ভাল নামত আমরা জানি না।

বরুণী। এতকাল পরে, নিষ্ঠুর হলি বাপ, আমাকে ছেড়ে দিলি।

মংরু। সেকি মা! জান ছাড়তে পারিত তোকে ছাড়তে পারি না। কিন্তু মা বুঝে দেখ, তোর বয়স হল, আছিস যাদের মাঝখানে তারা তোর পায়ের ধূলো ছোঁবার যুগ্যি নয়, যত বেদে বেদেনী তোর চাকর চাকরাণী, আর কি তোর তাদের সমান হয়ে থাকা ভাল দেখায়, আমরা মাগী মিনসে তোকে আলাদা রেখে মানুষ করেছি। তোর সাথীদেরও আলাদা করে রেখিছি। তোকে যার কাঁছে সহবৎ শিখিয়েছি, সে সন্ন্যাসী মাও মরে গেছে। তখন আর আমি কি করতে পারি। দেশে বিদেশে সেই চিরকুট আর পদক নিয়ে তোর বাপ মায়ের খোঁজ করেছি, কিন্তু পাইনি।

বরুণী। তা না পেয়েছিস ভালই হয়েছে। তোরা আমাকে যা বলতে চাস্ বল্, কিন্তু আমি আমাকে বেদেনী ছাড়া আর কিছু বলব না। তাহলে আজ আমি সহরে যাই?

মংরু। যেতে ইচ্ছে করেছিস যা, তবে শুধু যাসনি, যে পদকটী তোর গলায় বাঁধা ছিল সেইটী গলায় পরে যা।

বরুণা।

বরুণা। কেন দরকার কি ?

মংরু। তুইত আমাদেরই ধন আছিস. তবু মা যদি তোর কিছু কিনারা হয়, সেটা আমাদের সুখ।

বরুণা। বেশ, দিবি চল্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন্যপল্লী।

পুণ্ডরীকের সহচরগণ।

গীত।

তাগ মেরে হান বাণ।
হাঁটু গেড়ে বসে, মাঝা বেঁধে কসে.
রগ ঘেঁসে মার ছিলের টান।
এগিয়ে চল গুটি গুটি, কাঁপিয়ে চল মাটি,
লেগে যাক সিঙ্গি বাঘের দন্ত কপাটি,
বাসায় গিয়ে থাকুক মরে, নয় ঘরে গিয়ে ভাঙ্গুক ধান।
তবে যদি সিঙ্গিমামা দন্ত করে বার
সেটা কিন্তু যুদ্ধকালে দেখায় না বাহার,
সাহস করে পেছিয়ে এস, মাথা গুজে কোণে বস,
ইচ্ছা হয় আস্তে কেশো, নয়ত ধোরো শূর্পণখার গান।
(আর দাপট মেরে হিচড়ে মের চুণোপুটীর প্রাণ)

সকলে। ভাঙ্গ ঘর, ভাঙ্গ দোর, যেখানে যা শীকার আছে টেনে বার কর।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। হাঁ হাঁ করছিস কি, করছিস কিরে, হুজুর শীকার করতে এসেছিস তা গরীবদের ঘরের কাছে উৎপাত করছিস কেনে ?

১ম স। কি ব্যাটা, কি বললি, উৎপাত ! আমরা রাজ পুত্তুরের ইয়ার, করছি শীকার, শীকার না মিললে করব কি ?

মংরু। তা শীকার তোরা খুঁজে নিবি, না হামরা খুঁজে দেবে।

১ম স। কি বললি বেটা আমরা রাজপুত্তুরের ভাই, ছানা মাখন খাই, গুটী গুটী যাই, আমরা শীকার খুঁজে নেবো, বেয়াদব বেটা ?

মংরু। এখানে কি শীকার আছে, তা হামি খুঁজে দেবে।

১ম স। বড় বড় বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নিয়ে আয়, গণ্ডার নিয়ে আয়, হাতী নিয়ে আয়।

মংরু। হামিই যদি সব এনে দেবে, তোমরা কি করবে ?

১ম স। আমরা কেবল বসে বসে বাণ ছুড়ব, বাঘ সিঙ্গি যেমন আনতে থাকবি, আমরাও পেঁট পেঁট করে বিঁধতে থাকব।

মংরু। তবেইত মুস্কিল করলে হুজুর, এখানে বাঘ সিঙ্গি কোথায় পাব, একটু বনের ভেতর চল, কত বাঘ ভাল্লুক মারতে চাও দেখিয়ে দিচ্ছি।

১ম স। কি বললি বেটা, কি বললি? আমরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, ধরি হাতিয়ার, বাগানে করি পাইচার, আমরা বনে ঢুকবো!

সকলে। যা বেটা নিয়ে আয়, বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নিয়ে আয়।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এই যে এই যে আহাম্মোক বেটারা এখানে আছে। এ বেটাদের এখান থেকে না তাড়ালে রাজকুমারকে ফেরাতে পারব না, অমন সুন্দর সুবুদ্ধি রাজকুমার কতকগুলো মুখ্খুর সঙ্গে জুটে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!

১ম স। দাঁড়িয়ে রইলি কেন বেটা নিয়ে আয়।

অভি। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

১ম স। এই যে এই যে অভিরাম।

সকলে। অভি—অভে—অভিরাম।

অভি। কি!

১ম স। অভি—অভি—আমরা শীকার করছি।

অভি। বেশ করছ, তা এ বেটার সঙ্গে কি তকরার করছ?

১ম স। এ বেটাকে শীকার এনে দিতে বলছি।

অভি। বেশ করেছ, দে বেটা শীকার এনে দে। (ইঙ্গিত)

মংরু। শীকার আমি কোথায় পাব?

অভি। কোথায় পাবি তা হুজুররা কি করে জানবে? কি কি শীকার চাই হুজুর?

সকলে। সিঙ্গি চাই, বাঘ চাই, ভাল্লুক চাই, বরা চাই, হাতী চাই।

অভি। শুধু এই!

সকলে। আরো চাই—ভেটকি মাছ চাই, পয়জারে কই চাই, পুঁইশাকি চাই।

অভি। হয়েছে, বুঝেছি, যা বেটা, বড় বড় সিঙ্গি নিয়ে আয়, হুমদো হুমদো বাঘ নিয়ে আয়, গোবদা গোবদা ভাল্লুক নিয়ে আয়।

মংরু। আচ্ছা হুজুর আনছি, তাহলে কটা বাঘ কটা সিঙ্গি আনব?

অভি। কটি আনবে হুজুর?

সকলে। য়্যাঁ য়্যাঁ!

অভি। আচ্ছা আমি বলছি। ওরে ধাঙ্গড়, এই যে সব বীর দেখছিস, এরা একজনে একবাণে এক পোণ করে বাঘ মেরে ফেলতে পারে, যা গণ্ডা দশেক বাঘ এনে হাজির কর।

মংরু। আচ্ছা হুজুর, আনছি, কিন্তু হামি বাঘ আনবো, আর তোরা যে পালিয়ে যাবি সেটি হবে না।

অভি। কি! ওরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, ধরে হাতিয়ার, বরা বাঘ মারে, হাতি কেনে ধারে, ওরা বাঘ দেখে পালাবে! যা শীগ্‌গির যা।

[মংরুর প্রস্থান।

১ম স। ও অভি—অভি—অভিরাম!

অভি। কি হুজুর?

১ম স। সত্যি সত্যি বেটা আনবে নাকি রে?

অভি। আনলে, আবার আনবে কি।

সকলে। য়্যাঁ (পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করণ)

অভি। ও শালা বেদে যখন আনবো বলে গেছে, তখন না এনে কি ছাড়বে, এখনি গভীর বনে ঢুকবে, আর বাঘের কান ধরে এনে তোমাদের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

(সকলের ভীতি প্রদর্শন)

১ম স। ও অভি—অভি! ফিরিয়ে আন ফিরিয়ে আন।

অভি। ওকি আর ফেরে, শালা ধাঙ্গড় গুরুর খাতির রাখে না, আর কেন হুজুর, তীর টীর নিয়ে তৈরী হয়ে থাক।

সকলে। য়্যাঁ! কি হল, বাঘ আসবে!

১ম স। ওরে তাঁবু আগলায় কেরে?

অন্যান্য সহচরগণ। আমি আমি (পলায়ন)

অভি। ও হুজুর ওরা যে পালালো।

১ম স। কি এতবড় আস্পর্দ্ধা, বিশ্বাসঘাতক, আমাকে একা ঘোর বিপদে ফেলে,—দেখবো তারা কতবড় বেইমান! তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর, দেখো বেটা বাঘ আনে কি না, আনলে আমাকে খবর দিয়ো, আমি এসেই বাঘগুলোকে এক এক চড়ে মেরে ফেলবো। আমি তাঁবু রক্ষা করতে চললুম।

অভি। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনি যাও।

[১ম সহচরের প্রস্থান।

পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। অভিরাম।

অভি। কি প্রভু।

পুণ্ড। দেখছ, ব্যাপারখানা কি দেখছ?

অভি। তা আর দেখব না, বলেন কি, আপনি হচ্ছেন

রাজপুত্র, আর আমি আপনার খানসামা, আপনি যখন হুকুম করছেন, তখন আমি ব্যাপার খানা কি দেখবো না!

পুণ্ড। একি দেখলুম অভিরাম!

অভি। আপনি সরষে ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। সরষে ফুল দেখছি কিরে হতভাগা!

অভি। আজ্ঞে সকাল বেলায় ঘরে বসে ক্ষীর মাখন খাওয়া আপনার অভ্যাস, বেদের বনে এতটা ছোটাছুটী করা ত আপনার অভ্যাস নেই, তার ওপর আপনার গুণধর সঙ্গীরা একমাত্র আপনাকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করে, আপনার তাঁবু আগলাতে চলে গেল। কাজেই ক্লান্ত হয়ে মনের কষ্টে আপনি চোখে সরষে ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। তারা গেছে বেশ হয়েছে, দৃষ্টিহীনের এ বনে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। আয় অভিরাম সঙ্গে আয়, দেখবি আয়, বিজন অরণ্যের হৃদয়মধ্যে অপ্সর কাননের মত উদ্যান, তার মধ্যে কমল কহ্লারের লীলাস্থল মানস সরোবরের মতন জলাশয়, তার চারিধার বেড়ে, বিচিত্র ফুলরাশি মাথায় করে, যেন কত অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত মলয়-সেবিতা পুষ্পলতা!

অভি। বলেন কি?

পুণ্ড। আয় দেখবি আয়।—এই বেদের বনে অজ্ঞাত বাসে কোন অপূর্ব্ব শিল্পী অবস্থান করছে।

অভি। সত্যি বলছেন, না তামাসা?

পুণ্ড। আয় অভিরাম তার সন্ধান করি।

অভি। সে কোথায় আছে, কি করে জানবেন?

পুণ্ড। কোথায় আছে যদিও জানি না, কিন্তু বুঝেছি এক জন আছে। কামিনী কুঞ্জের গায় তার দু'দিন আগের হাত দেখেছি, তার করস্পর্শে নবোল্লাসে কামিনী ফুলভারে মেতে উঠেছে। অশোক তরুতলে তার পদচিহ্ন দেখেছি। অশোক ফুলরাশির উপঢৌকন নিয়ে তার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করছে।

অভি। তাহ'লে এটাও বুঝেছেন, সে শিল্পী রমণী!

পুণ্ড। বুঝেছি, সে বিলাসবিভোরা চিত্রলেখা। যদি দেখবার সাধ থাকে, তাহ'লে সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ উদ্যান।

বরুণা ও সখিগণ।

গীত।

সোণার নুপুর বাজবে রাঙা পায়।
চলে চল্ চাঁদবদনী চালুনী মাথায়॥
মুছেনে ধ্বাতুল চরণ,
ঢেকেনে চাঁপার বরণ,
ডুব দিয়েনে সুলোচনে কালীর দরিয়ায়।
নইলে হাটে ভাঙবে হাড়ি,
রূপ নিয়ে সই কাড়াকাড়ি,
নামের হাটে ছুটবে ভ্রমর, লুটবে এসে পায়।
বেচতে গিয়ে বিকিয়ে যাবি
ফিরিয়ে আনা হবে দায়॥

[সখিগণের প্রস্থান।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। ও মা বরুণী, তোর হাটে যাওয়া হল না।

বরুণী। কেন বাপ ?

মংরু। কোথাকার রাজ পুত্তুর নটবহর নিয়ে শীকার করতে এসেছে, সে শালার সঙ্গীরা ভারি হুঁদে, আমায় বলে শীকার দেখিয়ে দে, আমি বলি এখানে শীকার মিলবে কোথা, এই বলতেই শালারা আমাকে তরোয়াল নিয়ে কাটতে এসেছে। তারা ভারি উৎপাত করছে, ঘর ভাঙ্গছে, দুয়ার ভাঙ্গছে, যাকে সম্মুখে পাচ্ছে তাকে মারছে, ভেড়া ছাগল মেরে ভূট করে ফেললে, আমি ফন্দি করে পালিয়ে এসেছি, তুই আর এখানে থাকিস না, পালিয়ে যা।

বরুণা। না পালালে কি চলবে না ?

মংরু। তাদের দয়া মায়া কিছুই নেই—তোকে দেখে যদি তোর ওপর অত্যাচার করে ? আমরা গরীব বেদে, রাজাদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারব কেন।

বরুণা। তুই রাজ পুত্তুরকে দেখেছিস ?

মংরু। না মা তাকে দেখি নাই, না দেখেই সে কি মেজাজের লোক তা বুঝে নিয়েছি। অমন চুয়াড়ে সঙ্গী যার, সে কি কখন ভাল হয় ?

বরুণা। বাপ ! তুই রাজপুত্তুরের সন্ধান নিতে পারিস ?

মংরু। কেন তার সন্ধান নিয়ে কি হবে ?

বরুণা। আমি তাকে শাস্তি দেব।

মংরু। সে কি পাগলি ! রাজপুত্তুরকে শাস্তি দিবি কি ! তাকে গাড়ল বানিয়ে ঘরে পুরতে পারিস ত খুঁজে আনি।

বরুণা। দেখাই যাক না কত দূর কি হয়, আমার আশ্রয়-দাতাদের উপর অত্যাচার ক'রে সে অমনি অমনি চলে যাবে. *ভগবান রাজপুত্তুরকে যেমন অত্যাচারের অস্ত্র দিয়েছে,* গরীব বেদের মেয়েকেও ত তেমনি মান বাঁচাবার নাগপাশ দিয়েছে. রাজপুত্তুর দেখুক কার জোর বেশী।

মংরু। তাহ'লে খুঁজব ?

বরুণা। এখুনি—যেন অত্যাচার করে অমনি অমনি পালিয়ে না যায়।

[মংরুর প্রস্থান।

বরুণা। খেলাবার জিনিষ বনেই মিলেছে, আর বুঝি বেসাত করতে হাটে যেতে হলো না। কিন্তু একি ! অজ্ঞানের বেদেনীর প্রাণ নিয়ে বনে-বনে ঘুরছিলেম। ক্ষুদ্র শব্দে ত্রস্তা বনহরিণীর মত পলকে পলকে চমকে উঠতেম। পরিচয় পেয়ে. একি সিংহিনীর অহঙ্কারের আবেগে আমার হৃদয় উথলে উঠলো ! পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না, প্রতিশোধ নিতে প্রাণ মেতে উঠছে, কি যেন বিশাল রাজ্য আমার সম্মুখে—আমি রাজ্য জয়ের অভিলাষে আমার আজন্মসঞ্চিত সমস্ত প্রহরণ হৃদয়মধ্যে সমবেত করেছি। হারি কিংবা জিতি ! হারি,—বেদেনীর কন্যা তরুতলে পর্ণকুটীরে চির অন্ধকারে মুখ লুকোবো। জিতি,—রাজনন্দিনী, স্বর্ণ অট্টালিকায় বসে সমস্ত প্রজার মাথার মণি—

নেপথ্যে পুণ্ডরীক। অভিরাম !

বরুণা। তাইত ভাবতে না ভাবতে—মনের কথা শেষ হতে না হতে—কোথায় রাখবো এখনো স্থির করতে পারি নি—

সোণার ঝাপিতে পূরে রাখব, কিম্বা আমার বিজয়-চিহ্ন অট্টালিকার মাথায় বসিয়ে জগৎকে দেখাব. এখনও যে স্থির করতে পারিনি,—মনের কথার বিরাম না হতে হতেই এখনি এলে! কে তুমি দেখতে পাচ্ছিনে, কে তুমি বুঝতে পাচ্ছিনি,—শুধু স্বর,—আহা কি মধুর! এগুতেও পারছি না, পেছুতেও পারছি না। তাহলে এসো অজ্ঞাত অতিথি! সম্মুখে কমল কহ্লার, আশে পাশে উপহারের ভার লয়ে যুথী বেলা চামেলি—এস অতিথি! তাদের আতিথ্য গ্রহণ করবে এসো।

(জনৈক বেদের প্রবেশ)

বেদে। দিদি—দিদি!

বরুণা। কি!

বেদে। একটা রাজপুত্তুর!

বরুণা। বুঝতে পেরেছি—চলে আয়।

বেদে। উঃ! দিদি! চেহারার কি চেকনাই! ঠিক যেন রাজপুত্তুর!

বরুণা। বুঝতে পেরেছি—দেখা দিস্‌নি—বাগানে আসতে না আসতে চলে আয়— [প্রস্থান।

বেদে। এমন রাজপুত্তুরটোকে ভাল ক'রে না দেখে চলে যাব। আর দেখতে পাই কি না পাই—একটা ঝোপের আড়ালে বসে বসে খানিকক্ষণ দেখেনি। [প্রস্থান।

(অভিরাম ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। দেখলি, অভিরাম!

অভি। দেখেছি, বড়ই সুন্দর বাগান!

পুণ্ড। শুধু সুন্দর বললেই এর অভিধান হলো না, রাজা শিববর্ম্মার রাজধানী মধ্যে এমন উদ্যান নেই—সম্মুখে অপ্সরা-রচিত নন্দন কানন মধ্যে মানস সরোবরের মতন সুধাহিল্লোল-ময় জলাশয়,—দেখতে পাচ্ছিস না!—একি অভিরাম, এ ঘোর বনে এমন বাগান রচনা করলে কে!

অভি। তাইত, এ বাগান রচনা করলে কে! বনের সঙ্গে কি এ বাগান আপনা আপনি তৈরী হয়েছে!

পুণ্ড। এ বাগান কি আপনা আপনিই তৈরী হতে পারে!

অভি। তাহলে কি করে হলো! অপ্সরা বেটীরে আকাশে বসে বসে মনের মতো করে তৈরী করে,—শেষে দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুপ করে কি বনের ভেতর ফেলে দিয়ে গেল?

পুণ্ড। এমন গণ্ডমূর্খ সহচরটাকে বাবা আমার সঙ্গী করে পাঠিয়েছেন, হতভাগাটা কিছুতেই আমার হৃদয়ের কথা বুঝতে পারছে না।

অভি। (পুণ্ডরীকের বুকে হাত দিয়া) কই হুজুর, এখানেত কোন কথা নেই, কেবল টিপ্ টিপ্।

পুণ্ড। বেরো গণ্ডমূর্খ, তুই এ বাগান দেখবার যোগ্য নোস।

অভি। আজ্ঞা তা বুঝেছি, তবে যাবার আগে এইখানটায় একটুকু গড়াগড়ি দিয়ে যাই,—অপ্সরা বেটী বাগান তৈরী করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়েছে, তখন এই ঘাসের গালচেয় নিশ্চয় বেটী শুয়েছে। (গড়াগড়ি দিয়া) আঃ আঃ!

পুণ্ড। এই পাজী নচ্ছার, ওঠ।

অভি। আ হা হা! হুজুর এইখানে বেটী মুক্তার চূণ দিয়ে পারিজাতী খিলী খেয়েছে—গন্ধ ভর্ ভর্—প্রাণতর্!

পুণ্ড। দেখ্ অভিরাম, এ রহস্য করবার স্থান নয়, কেন লাঞ্ছিত হবি, চলে যা।

অভি। বাপ্! এই খেনেই বেটী হাতুড়ী পিটেছে, যেমন শুয়েছি, অমনি বুকটা টিপ্ টিপ্ করে উঠেছে।

পুণ্ড। ওরে হতভাগা মূর্খ—রহস্য করছিস কি, এই বাগানের অন্তরালে একটা হাত দেখতে পাচ্ছিস না?

অভি। ওরে বাবা তাইত—ওই দুলছে।

পুণ্ড। কি—কি দুলছে?

অভি। একখানা হাত—

পুণ্ড। কই—কই কোথা দেখলি—

অভি। বাবা! দেখলে কি আর বাঁচতুম! আপনার কাছে শুনে ভয়ে ঠিক যেন দেখে ফেললেম।

পুণ্ড। বুঝতে পাচ্ছিস্ না অভিরাম, এই বাগান যার হাত দিয়ে রচিত হয়েছে সে নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী—সে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অন্তরালে অবস্থান করছে, আমি তার সুন্দর বাহুলতার কারুকার্য্য ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি।

অভি। বটে বটে, তাহলে আর একটুকু এগিয়ে চলুন, ওই দেখুন বাগানের পাশে একটা হরিণ—নিশ্চয় ওটা বিদ্যাধরী বেটীর পোষা, নইলে আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন, ওই দেখুন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এসে আপনাকে দেখতে লাগল। এই বেলা বন্ করে একটা তীর ছুড়ে দিন।—

পুণ্ড। আ—হা—হা!

অভি। আবার আহা কেন, শীকার করে ফেলুন, এমন

সুবিধা ফস্‌কে গেলে, আর সমস্ত দিনের ভেতর শীকার জুটবে না, শুধু হাতে সহরে ফিরতে হবে।

পুণ্ড। আ—হা—হা! আমি মৃগীর চোখের অন্তরালে আর দুটী বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু দেখতে পাচ্ছি।

অভি। আরে রাম! চোব্বিশ ঘণ্টা অন্তরালে দেখলে সমুখে দেখবেন কখন? কান টানলেই মাথা আসবে, হরিণটাকে বাণ ফোঁড়া করুন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই আড়ালের কি জানি-ক্টা ধরা পড়ে যাবে। হুজুর, হুজুর!

পুণ্ড। কি, কি?

অভি। বিদ্যাধরী, বিদ্যাধরী।

পুণ্ড। দেখ্ মূর্খ! রহস্য করবিত এখনি তোকে মেরে ফেলবো।

অভি। আজ্ঞে রহস্য নয়, এবারে খাঁটী—হরিণের পাশে বন খস্ খস্ করছে।

পুণ্ড। তাইত! তাইত অভি! আমার দেহটা কেমন কেমন করছে,—তুই শীগ্‌গির যা—কি ওখানে সন্ধান কর। বোধ হচ্ছে যেন সন্ধান পেয়েছি—ওই—বুঝি ওই—ঝোপের ভেতরে রূপ লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছে না।

অভি। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন, ফুটে বেরুচ্ছে, তাহ'লে আপনিই যান।

পুণ্ড। না অভি! আমি যাব না, আমি গেলে হয় ত সে ভয়ব্যাকুলা হয়ে পালিয়ে যাবে, অভি! তুই যা।

অভি। বেশ তবে অপেক্ষা করুন, আমি সন্ধান করে এখনি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি। [প্রস্থান।

পুণ্ড। তাইত বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যাবো! প্রাণ বলছে, সমস্ত চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তবুত সন্ধান করতে পারছি না! বেদে বেদেনীরে তাকে জানে, কিন্তু আমাকে বললে না। এত সাধলুম, কেউ আমাকে দয়া করলে না। আমাকে দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি এ রহস্য ভেদ না করে নগরে ফিরছি না। এতে যদি ব্যাধের কুল নির্ম্মূল করতে হয়, তাও স্বীকার।

অভি। (নেপথ্যে) হুজুর হুজুর!

পুণ্ড। কিরে কি খবর?

অভি। আপনার সেই হাত পাকড়াও হয়েছে।

(অভিরাম ও বস্ত্রাবৃত বেদের প্রবেশ)

পুণ্ড। য়্যাঁ তাইত—এই অবগুণ্ঠনবতীই কি এই উদ্যানের অধিকারিণী!

অভি। আমার কাছে চালাকী, বেটী বিদ্যাধরী! হুজুর! বেটী ওই ঝোপের ভেতর বসে বসে আপনাকে দেখছিল। যেমন আমার পায়ের সাড়া পেয়েছে, অমনি খরগোসে তাড়া পেলে যেমন ভয়ে মুখ লুকোয়, তেমনি ক'রে বেটী ঝোপের ভেতরে মুখ লুকিয়েছে। হরিণের কাছে একখানা চাদর পড়েছিল, আমি সেইখানা দিয়ে ঝপ করে বেটীকে চাপা দিয়ে ধরে এনেছি। উঃ! বেটীর কি কোমল হাত! উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। দে হতভাগা! হাত ছেড়ে দে। সুন্দরী! আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। আপনি আমাকে আপনার গুণমুগ্ধ বলেই জানবেন।

অভি। উঃ! চাদর চাপা দিতে গিয়ে—বাপ! কি চকচকে রূপ—এখন হাত ধরে—উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। কি বেয়াদব! তুচ্ছ চাকর তুই—আমার মনো-মোহিনীর হাত ধ'রে তোর প্রাণ যায়! এত বড় স্পর্দ্ধা? এখনি হাত ছাড়, নইলে তোর বেয়াদব প্রাণকে এখনি আমি মুষ্ট্যা-ঘাতে দূর ক'রে দেব।

অভি। তবে থাক্—আমার অনেক কষ্টের প্রাণ—দুদিক থেকে তাড়া। এদিকে কোমল হাত, ওদিকে কঠোর ঘুসী—কাজকি কাজকি—উঃ! কিন্তু উঃ! আগুন—আগুন! বাগান তইরি করা হাত—বাপ্। কঠোর কোমল যেন আগুনের কুল্পী—

পুণ্ড। কিসের লজ্জা সুন্দরী! যে এই বিজন অরণ্যের ভেতরে এমন নন্দন লাঞ্ছন উদ্যান রচনা করতে পারে, এ সংসারে তার লজ্জা দেখাবার লোক কে আছে? আপনি আমাকে একজন কৃপা ভিক্ষার্থী বলেই জানবেন। সুন্দরী নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা ক'ন—আমি রাজপুত্র। আমি ভাগ্যক্রমে আপনার কলা-কৌশল দেখেছি—সুন্দরী কৃপাকরে অধম ভিখারীকে মুখ দেখান।

অভি। তাইত! পাজীবেটী! শুধু কলা দেখিয়ে আমাদের সোনার রাজ পুত্তুরকে পাগল করতে চাস্—দেখা বেটী মুখ দেখা। নইলে এককিলে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলবো।

বেদে। (ক্রন্দন)

অভি। কাঁদবি কি—মুখ দেখা।

পুণ্ড। অভে! এ কাকে আনলি?

অভি। ঠিক এনেছি—আগুন আগুন। সুন্দরী মুখ খোল, আর মান ক'রনা।

বেদে। (ক্রন্দন) সব মান খাইয়া ফেলছি—এ পুড়ায়ে খাইছিরে—

পুণ্ড। দূর হ'—দূর হ'—(বেদের প্রস্থান) পাজী নচ্ছার অভে! তোকেই আজ আমি দেখে নেবো।

অভি। এখানে নয় হুজুর—সহরে। সহরে ফিরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। আপনাকে যেরূপ আত্মহারা দেখছি, তাতে আমি আপনাকে এখানে আর একদণ্ডও থাকতে দেবোনা। আপনি এতই দৃষ্টিহারা যে, কুৎসিৎ বেদে এতক্ষণ আপনার চোখের ওপর রইল, আপনি বুঝতে পারলেন না!

পুণ্ড। তবেকি আমার অনুমান মিথ্যা?

অভি। সেকি আমায় বলতে হবে।

পুণ্ড। এ বাগান তবেকি বেদেবেদেনীর রচনা?

অভি। তা নয়ত কি! আপনি কবে মৃগয়া করতে আসবেন জেনে কে অপ্সরা আপনার অপেক্ষায় বাগান রচনা ক'রে বসে আছে? চলে আসুন, আমি দেখছি, আর কিছু হ'ক আর না হ'ক, বেশীক্ষণ বেদের বনে ঘুরলে আপনাকে বেদেনীর দড়ায় জড়াতে হবে!

পুণ্ড। তুই ফিরে যা।

অভি। বলেন যাচ্ছি—আমি ভৃত্য, আপনাকে ফেরাতেতো আমার ক্ষমতা নেই। তবু যাবার সময় বলে যাই, প্রেমের পাকে হাত পা এলিয়ে যেন বেদেনীর কুঞ্জে বাঁধা পড়বেন না।

পুণ্ড। তুই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভৃত্য, তুই ভৃত্যের অনুযায়ী কথা বললি। কিন্তু মূর্খ! আমি এখনো বলছি, এ অপূর্ব্ব উদ্যান রচনা, নীচ জাতীয়া ব্যাধনন্দিনীর কার্য্য নয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

তবেরে মূর্খ, তুমি মিথ্যা কথায়, তোমার ভৃত্যের মূর্খতায় আমাকে ভোলাতে চাও।

অভি। তাইত—তাইত! এ যে কিন্নরীর গান! তবে কি সত্যসত্যই এবনে অপ্সরারা বাস করে!

পুণ্ড। প্রলয়ঙ্করী সুধাধারা—সম্মোহন শরের ফোয়ারা—অভিরাম! যদি ওই প্রস্রবিনী তীরে পৌঁছিতে পারি, যদি কঙ্কন রাজোদ্যানে বসে ওই সুধা নির্ঝরে কোনও দিন আপনাকে স্নাত করতে পারি, তবেই আমি ফিরবো, নইলে এই আমার প্রথম মৃগয়া, এই আমার শেষ।

[প্রস্থান।

অভি। তাইত! আমি এখন কি করি? এ পাগলকেত আমি ফেরাতে পারবোনা। এখন রাজধানী ফিরে রাজাকে খবর দেওয়া ছাড়াতো অন্য উপায় দেখিনা। আর আমিই বা কতকাল এক পাগল রাজপুত্রের কাছে দীন ভিখারী বেশে অবস্থান করবো? যার সন্ধানে ছদ্মবেশে দেশ বিদেশ ঘুরলুম, সেই কেবল রাজকেত দেখতে পেলুম না। তখন মিছে একটা ভৃত্য সেজে রাজাও রাজপুত্রের তিরস্কার খেতে এখানে থাকি কেন। যখন সঙ্গে এসেছি, তখন রাজপুত্রের শুভাশুভের সংবাদ রাজার কাছে দিতে আমি বাধ্য। সংবাদ দিয়ে আমি কঙ্কন পরিত্যাগ করি।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান (অপরাহ্ণ।)

বরুণা।

গীত।

শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা আমি পূর্ণিমার শশী।
বললো কুমুদী জানিস যদি কেন তোরে শুধু ভালবাসি ॥
আমারে ধরিতে সমীরে সমীরে জলদ কুঞ্জ ফেরে,
সুধার জালে তারার মাল্লা আছে ঘেরে দিবানিশি।
সে সব সোহাগ দূরে ফেলে পড়ে আছি তোর পদতলে,
ছাড়িয়া আকাশ সুদূর প্রবাস লহরীর শিরে ভাসি ॥

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। আর কেনে মা! ক্ষান্ত দে।

বরুণা। এখনি ক্ষান্ত দেবো? আমার আশ্রয় দাতাদের ওপর অত্যাচার করেছে, তার শাস্তির—এখনও হয়েছে কি।

মংরু। আর ঘোরালে রাজপুত্তুর প্রাণে বাঁচবেনা।

বরুণা। আর ঘোরাবোনা?

মংরু। আর ঘুরিয়ে লাভ কি মা?

বরুণা। লাভ! লাভের কথা আর তোকে কি বলবো বাপ্! পশুভরা বনের মাঝে একটা রাজপুত্র মত্ত হরিণের মত আমার গানের টানে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটী করছে। আমি দেখছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিভোর হয়ে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে বেদের মেয়ের লাভ আর কি হ'তে পারে!

মংরু। না মা, আর তুই তাকে ঘোরাতে পারবিনি। রাজ-

পুত্তুরকে দেখেই হামার মায়া হচ্ছে। তার কষ্ট দেখে হামার প্রাণ কেঁদে উঠছে। মা সোণার কমল। রাজার দিঘিতে ফুটতে ছুনিয়ায় এসেছিলি—গরীব বুনো বেদের বরাতে ছেলো, সে দিন কতক নাড়াচাড়া করেছে। মরুভুঁই আর কেন—শুকোবার সময় এলো যে মা! মা! মালী তোকে মাথায় ক'রে লিতে এসেছে। দিঘীর কমল! দিঘীতে যা।

বরুণা। তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি বাপ্! বেদের মেয়েকে সে নেবে কেন?

মংরু। কেন তোর পরিচয় দিয়ে দিই।

বরুণা। বাপ্, তাওকি হয়। আমাকে বেদের মেয়ে জেনে যদি সে গ্রহণ করে, তবেই আমি তার হ'তে পারি, নইলে নয়।

মংরু। দোহাই বিটী গোল করিস্নি।

বরুণা। দোহাই বাপ্। অনুরোধ করিস্নি। দ্বিতীর বার ও কথা বললে, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরবো।

মংরু। জানি না বিটী, তোর মতলবটা কি আছে। তা হ'লে হামি তাকে ধরে লিয়ে আসি?

বরুণা। আয়। আমি ও মাসের পশরা মাথায় নিয়ে আসি। হাটের নাম ক'রে বেরিয়েছি, আমায় হাটে যেতেই হবে। [বরুণার প্রস্থান।

(সোমরা ও সুমরীর প্রবেশ)

মংরু। এই সোমরা শুমরী! বরুণী যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তার দোর আগলে থাক্।

[প্রস্থান।

দ্বৈত গীত।

সুমরী। প্রাণ উঠছেই যে নেচে, খেলা মিলেছে।
সোমরা। চুপ ক'রে ক' রগ ঘেঁসে সে কাছে এসেছে॥
সুমরী। খেলার মতন মিললো খেলোয়াড়।
চুপ করা কি যায়রে বোকা আহ্লাদে প্রাণ আড়॥
সোমরা। নরম টীপে ধরিসলো তার ঘাড়—
নইলে সাড় হবেনা, ধরলে চেপে পড়বি বিপাকে।
সুমরী। আমি কি এমনি বোকা
সোমরা। আমিও কি কচি খোকা,
(তবু) কি জানি তা, মাছটা পাকা, ফস্‌কে যায় পাছে
উভয়ে। নরম গরম টান দিয়ে চল্‌ আনিগে কাছে॥

(মংরু ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। কই ব্যাধ! কোথায় আমার মনোমোহিনী।

মংরু। এই যে দেখাচ্ছি রাজা! ওরে ছোড়া! ওরে ছুঁড়ি! তোরা হামার বিটীকে এইখানে ধরে লিয়ে আয়।

উভয়ে। আনছিরে সরদার!

[উভয়ের প্রস্থান।

পুণ্ড। বিটী কি ব্যাধ?

মংরু। আমার বিটী, আমার বিটী আবার কি রাজা!

পুণ্ড। ওরা তরুকোটরে প্রবেশ করলে যে!

মংরু। কোটরেই সে থাকে যে রাজা!

পুণ্ড। এ বাগান রচনা করেছে কে?

মংরু। আমার বিটী।

পুণ্ড। গান গাইলে কে ?

মংরু। আমার বিটী।

পুণ্ড। হুঁ! আচ্ছা তোর বেটীকে নিয়ে আয়।

(সর্পভূষিতা ছদ্মবেশিনী বরুণার প্রবেশ)

মংরু। এই যে এসেছে রাজা! এ বেটী, এটা রাজপুত্তুররে, এটাকে গড় কর্।

পুণ্ড। এইটেই কি এতক্ষণ আমাকে মোহাচ্ছন্ন করে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল! কই না—প্রাণ যে এখনও একথা বলতে চায় না—চোক যে এখনও এরূপে প্রতারিত হতে চায় না।

বরুণা। ধরা পড়লো কে—আমি না রাজপুত্র? ভগবান! ছেলেবেলা থেকে আমি ব্যাধের আশ্রয়ে। কে আমি, কোথাকার আমি, কেন এখানে আমি, কিছুইতো জানি না। আমি সহবৎ শিখিনি, কথা শিখিনি—কেমন করে রাজপুত্রের সুমুখে দাঁড়াবো! কি কথা কইবো? হা ভগবান! প্রাণের ভেতর কামনা দিলিতো কথা দিলিনি?

মংরু। জুজুটী মেরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গড় কর।

(বরুণার প্রণাম করণ)

পুণ্ড। তবেরে পাপিষ্ঠা ব্যাধনন্দিনী!

মংরু। ওকি রাজা! কি করছিস্ রাজা?

পুণ্ড। চোখে পড়েছো আর তুমি যাবে কোথায়? সর্পভূষিত হয়ে মনে করেছ, তুমি শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে? এইখান থেকে বাণবিদ্ধ করে তোমাকে আমি নিপাত করবো। নিষ্ঠুর কিরাতনন্দিনী! ভগবানকে স্মরণ কর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট।

মংরু। দোহাই রাজা! বিটীকে মারিসনি।

(বেদে বেদিনীগণের প্রবেশ

সকলে। দোহাই রাজা !, আমাদের রাণীকে মারিসনি।

পুণ্ড। আমি কারও অনুরোধ রাখবো না। দেখ্ নিষ্ঠুরা আমার কি করেছে। পাপিষ্ঠা ! আপনার পরিচিত বনপথে ইচ্ছামত গান গেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ, আর আমি উন্মাদের মত অপরিচিত পথে তোমার অনুসরণ করতে এই দশায় পড়েছি ! যখন ধরেছি, তখন আর তোমায় প্রাণে ফিরতে দিচ্ছি না।

বরুণা। একান্তই মারবি রাজা !

পুণ্ড। নিশ্চয়, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

বরুণা। তবে মার্।

গীত।

প্রাণ নেবো একথা প্রাণ কয়োনা।
ভিখারীর চোখে ব্যাকুলতা মেখে
অত ঘন মুখ পানে চেয়োনা ॥
আমিত দেবো বলি বেঁধে আছি অঞ্জলি
নেবে ত্বরা নাও দেখোনা ভুলে যাও
বঁধুহে নিদয় এত হয়োনা—
প্রাণ নিতে এসে ফিরে যেয়োনা ॥

(পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পতিত হইল। পুণ্ডরীক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বরুণার হস্ত ধরিল।)

মংরু। হাঁ হাঁ—সাপে কাটবে, সাপে কাটবে।

বরুণা। মারতে এলি, হাত ধরলি, আমি যে শোধ লেবো, তার উপায় রাখলিনি।

পুণ্ড। তাইত এ আমি কি করলুম! ফণাধর! ফণা তুলে নিথর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার মস্তকে দংশন কর। এমন পরাভব জীবনে আমি কখন অনুভব করিনি। কিরাতনন্দিনী! প্রতিশোধ নাও।

বরুণা। আর যে লেবার যো নেই রাজা! আমি আইবড় মেয়ে। তুই যে হাত ধরলি, আমার বর হয়ে গেলি।

পুণ্ড। কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কিরাতনন্দিনী! আমি ত তোকে গ্রহণ করতে পারবো না।

বরুণা। তা না নিলি, তাতে কি—

পুণ্ড। বেশ বল দেখি—এ গান তুই কোথায় শিখলি?

বরুণা। এক রাজার বেটী আমায় শিখিয়েছে।

পুণ্ড। বাগান কে রচনা করেছে?

বরুণা। সেই রাজার বেটীই আমার হাত দিয়ে তইরি করিয়েছে।

পুণ্ড। সে রাজকন্যা কোথায় থাকে বলতে পারিস?

বরুণা। সতীনের খবর কেনে দেবো রাজা!

পুণ্ড। বেশ তাকে যদি খুঁজে না পাই, তখন তোকে গ্রহণ করবো।

বরুণা। কতদিন খুঁজবি রাজা?

পুণ্ড। শুনলে কি তুই খুসী হবি? মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত—যদি তোর ভাগ্যে থাকে, সেই দিন তুই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিস্।

বরুণা। সত্যি বলছিস্?

পুণ্ড। সত্য করছি।

বরুণা। বেশ!

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান! এরমধ্যে আমাকে পাবার প্রত্যাশা ক'র না। আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করেছ আর ক'র না কিরাত-নন্দিনী!

[প্রস্থান।

বরুণা। চল ভাই সব এইবারে আমি হাটে যাই।

সকলে। রাজপুত্তুরকে ফাঁদে ফেলে ছাড়লি কেন রাণী!

বরুণা। দেখাই যাক্‌না রে—কতদূর যাবে দেখাই যাক্‌ না।

মংরু। হুঁসিয়ার হয়ে মাকে হাটে নিয়ে যাবি।

বেদিনীগণের গীত।

বাজারে করবো বেচা কেনা।
সাজিয়ে দেবো রূপের ডালি ভরাবুক করবো খালি
খরিদদার জুটবে হাজার করবে আনাগোনা।
নয়ন-বাণে হানবো শেল,
আসল খাঁটী নয়কো ভেল
দেখিয়ে দেবো আত্মারামের খেল—
বনবেরালের বিকিয়ে পেটী, নেবো আঁচল ভরে সোণা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কঞ্চুকির বাটী।

অভিরাম।

অভি। রাত্রেত কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। রাজকুমার ফেরেনি বলেই বোধ হচ্ছে। ফিরলে মোসাহেবগুলোর বিকট হাসিতে এতক্ষণ আসর সরগরম হয়ে যেতো। একবেটা মোসাহেবকেও দেখতে পাচ্ছি না যে খবর নিই! রাজকুমার না ফিরলেওত বাড়ীতে এতক্ষণ হৈচৈ পড়ে যেতো! রাণী কি ছেলেকে এতক্ষণ না দেখলে চুপ করে থাকতে পারতো? তাইত কার কাছে খবর পাই। এইত কঞ্চুকি মহাশয়ের ঘর, এরই কাছে খবর নিই। যদি রাজকুমারের সন্ধান পাইত আজকে রাত্রের মতন চুপ করে থাকি। যদি না পাই, তাহ'লে রাত্রির মধ্যে তল্পীতল্পা নিয়ে লম্বা দিই। কে বাবা, মিনি অপরাধে একটা পাগলা রাজপুত্রের জন্যে গর্দ্দানা দেবে! রাণী জানতে পারলে হয়ত রাজাকে বলে বসবে, যে যে রাজপুত্রের সঙ্গে মৃগয়া করতে গেছে, সবার গর্দ্দানা নাও। বুঝে সুঝে মোসাহেব বেটারা পালিয়েছে। তখন আমিই বা কেন থাকি? তবে খবরটা একবার জেনে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ব্যাপার জানতে না জানতে যদি গোয়েন্দা এসে ক্যাঁক করে ধরে ফেলে! এক দয়াময় দেওয়ানের আশ্রয়ে থাকলে নির্ভয়—আরত কারও কাছে ভরসা নেই।

বিশেষতঃ রাণীর প্রিয়,মাধবী ছুঁড়ীর আমার ওপর যে রাগ, অন্যের হাত থেকে নিস্তার পেলেও তার হাত থেকে রক্ষে নেই। কঞ্চুকি মশায় ঘরে আছেন? কই ঘরে কেউত নেই—ঘরের দোর খোলা অথচ কঞ্চুকিমশায় নেই! তাইত কোন গোলমাল বাঁধলো নাকি! তাই কি তাঁর রাজান্তঃপুরে তলব হয়েছে!

মাধবী। (নেপথ্যে) কঞ্চুকি ম'শায়!

অভি। সর্ব্বনাশ! মনে করতে না করতেই মাধবী ছুঁড়ী—ছুঁড়ী দেখ্‌তে পেলেই একটা বিষম গণ্ডগোল বাঁধাবে! কিন্তু লুকোবার জায়গাই বা কোথায়? তাহলে আপৎকালে কঞ্চুকি ম'শায়ের ঘরেই খিল লাগানো যাক্‌।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কঞ্চুকি ম'শায়!

অভি। উত্তর না দিলেত ছুঁড়ী দোর ভাঙবে—চীৎকারে বাড়ী মাত করবে। দেশের লোককে জাগিয়ে তুলবে।

মাধবী। বলি ও ঠাকুর মশায়—

অভি। (বিকৃতস্বরে) কেন?

মাধবী। দোর খুলুন—

অভি। কেন—বল।

মাধবী। আগে দোর খুলুন না—পরে বলছি।

অভি। ওই খান থেকেই বল।

মাধবী। সে কথা চেঁচিয়ে বলবার নয়।

অভি। বেশ, চুপি চুপিই বল।

মাধবী। দোর খুলবেন না?

অভি। বড় জ্বর।

মাধবী। এইত রাণীর কাছে সের দশেক সরপুরিয়া খেয়ে এলেন, এরই ভেতরে জ্বর হ'ল কখন ?

অভি। পথে।

মাধবী। একান্তই উঠতে পারবেন না ?

অভি। বড় জ্বর।

মাধবী। রাণীমা আপনাকে ডেকেছেন ? ভাইরাজা—

অভি। এখনও কি ফেরেননি ?

মাধবী। ফিরেছেন, কিন্তু উন্মাদ।

অভি। বল কি ?

মাধবী। তাকে কে বিষ খাইয়েছে।

অভি। কে গো !

মাধবী। সেত এখান থেকে বলতে পারবো না।

অভি। তবেইত মুস্কিল করলে ! তুমি কপাটের ফাঁকে মুখ দিয়ে বল, আমি কান্নে ঘেঁসে কান ঠেসে শুনি।

মাধবী। কেন, আপনি দোর খুলতে পারবে না ?

অভি। পারলে কি আর তোমাকে দোর গোড়ায় রেখে কষ্ট দি। কি জান মাধবী, এত রাত্রে দোর খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে।

মাধবী। পোড়া কপাল! তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে কেন ?

অভি। তবে কার সঙ্গে দেখলে করে মাধবী ?

মাধবী। ওমা ! জরোবুড়োর একি কথা !

অভি। বলনা—শুনি।

মাধবী। যা বলতে এসেছি, শুনবেনত শুনুন—নইলে রাণী-

মাকে গিয়ে বলিগে। রাণীমা পরামর্শ জানবার জন্যে আপনাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন।

অভি। বল।

মাধবী। কপাটে কান দিয়েছেন ?

অভি। তুমি ঠোঁট দিয়েছ ?

মাধবী। দিয়েছি—

অভি। তবে বল !

মাধবী। অভিরাম ভাই রাজাকে বিষ খাইয়েছে।

অভি। কে বললে ?

মাধবী। যে সব লোক রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সব সাক্ষী দিয়েছে। তাদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে চাকরটা রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনে ঢুকে গিয়েছিল। যখন বেরিয়ে এলো—তখন ভাই রাজা একা আর উন্মাদ—

অভি। বটে !

মাধবী। বিষ খাইয়েই অভিরাম পলাতক।

অভি। বিষ খাইয়েছে জানলে কি ক'রে ?

মাধবী। কেউ কেউ তার হাতে বিষ দেখেছে।

অভি। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

মাধবী। কার মনে কি আছে, তা কি ক'রে জানবো ? তবে সে যে চালাক, সে সামান্য চাকর হয়ে, দু'দিনের ভেতরে মহারাজাকে আর ভাই রাজাকে যে ভাবে বশ করেছে, তাতে সে সব করতে পারে।

অভি। তাহ'লে তোমাকেওত সে কতকটা বশ করেছে ?

মাধবী। পোড়া কপাল! আমাকে সে বশ করতে যাবে কেন ?

অভি। তুমিওত তার সঙ্গে কথা কও।

মাধবী। কথা কইলেই কি বশ হওয়া হ'ল—আমি কি আর সে কি! রাণীর মেয়ে নেই—আমিই তাঁর মেয়ে। সকলেই আমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকে। আর সে হচ্ছে একটা সামান্য চাকর। আমি বরং তার ওপর চটা সে সবার ওপর টেক্কা দিয়ে চলে ব'লে, আমি বিরক্ত।

অভি। তাহ'লে এক কাজ করি, অভে শালাকে ধরিয়ে দি!

মাধবী। সে কোথায় আছে জানেন?

অভি। জানি! সে পালাতে না পালাতে তাকে ধ'রে শূলে চাপিয়ে দিই। কি বলে মাধবী! চুপ ক'রে রইলে কেন?

মাধবী। আপনিও কি তার ওপর চটা?

অভি। আমি? আমি তাকে আজ মেরে ফেলতে পারলে, কাল অপেক্ষা করি না।

মাধবী। আপনি তার ওপর চটা কেন?

অভি। কেন? বলব মাধবী?

মাধবী। বলুন না!

অভি। বলব! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

মাধবী। দূর্—এ বামুন ক্ষেপেছে নাকি!

অভি। বল্ মাধবী, অভে শালাকে ফাঁসি দি।

মাধবী। আমি বল্‌তে যাবো কেন? সে ভাল মানুষের ছেলে, যখন দোষী কি নাদোষী জানি না—

অভি। ওই! সে শালা তোকেও মজিয়েছে।

মাধবী। আরে গেল, বামুনের আজ হ'ল কি!

অভি। জর হয়েছে মাধবী—

মাধবী। শুধু জ্বর নয়—সান্নিপাত বল।

অভি। তার চেয়েও আর একটু বেশি—প্রেম—প্রেম—প্রেম জ্বর।

মাধবী। দূর্ বিটলে ভণ্ড তপস্বী বামুন—তুমি এই স্বভাব নিয়ে কঞ্চুকিগিরি কর, এখনি আজ রাণীমাকে সব বলে দিচ্ছি। তোমাকে আজই রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—তুমি এ দিকে আমাকে মা মা কর, আর তোমার কি না এই কথা!

[প্রস্থান।

অভি। আমারও অপর দিক দিয়া প্রস্থান।

(কঞ্চুকি সহ মাধবীর পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী। তাইত এ কি রকম হ'ল!

কঞ্চুকি। আমার ঘরে, আমার নাম ক'রে কে তোমার সঙ্গে রহস্য করলে!

মাধবী। আপনি শিগ্‌গির আসুন। এখনও সে ঘর থেকে বোধ হয় বেরুতে পারেনি।

কঞ্চুকি। কই মা! এই যে দ্বার উন্মুক্ত। আর কি সে এ দেশে থাকে!

মাধবী। কে আমাকে রহস্য ক'রে পালিয়ে গেল!

কঞ্চুকি। তুমি আমাকে মনে ক'রে কোনও কি গুহ্য কথা প্রকাশ করেছ?

মাধবী। করেছি বইকি!

কঞ্চুকি। অভিরামের কথা বলেছ?

মাধবী। বলেছি।

কঞ্চুকি। আমার বোধ হচ্চে, এ সেই অভিরাম।

মাধবী। কি—সে নীচ জাত হয়ে আমাকে রহস্য করবে?

কঞ্চুকি। অভিরাম নীচ জাতি এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

মাধবী। নীচ জাত নয়?

কঞ্চুকি। অমন বুদ্ধি, অমন বাকপটুতা কি নীচ জাতীয় ভৃত্যের হয়। অভিরাম নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত, কি কারণে ছদ্ম-বেশে এখানে ভৃত্যভাবে অবস্থান করছে। রাজা এ কথা বলেছেন। আমিও ওর সঙ্গে আলাপে বুঝে নিয়েছি।

মাধবী। রাজা জানলেন কি করে?

কঞ্চুকি। রাজা সুক্ষ্মদর্শী প্রেমিক—ছদ্মবেশ ধ'রে কেউ কি তাঁর চোক এড়িয়ে যেতে পারে।

মাধবী। তা হ'লে অভিরাম ভাই রাজাকে বিষ খাওয়ায়নি?

কঞ্চুকি। রাম! রাম! এ নীচ কাজ কি সে করতে পারে! যাও মা! আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম করগে, কাল প্রভাতে সমস্ত রহস্যভেদের চেষ্টা করবো।

(কঞ্চুকির গৃহ মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধকরণ)

(মাধবীর প্রস্থানোদ্যত, অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

মাধবী। আর দেখুন!

অভি। দেখেছি, বল।

মাধবী। য়্যা—তাইত?

অভি। গীত।

দেখা দিতে এসে আঁখি ফেরালে।
কইতে কথা আসতে পথে থমকে দাঁড়ালে॥
বিম্বাধরে চাপলে গান
লুকিয়ে রাখলে নয়নবাণ
কোন্ হরিণের বিঁধলেলো প্রাণ কি খেলা ছলে॥

মাধবী। কি তুমি অভিরাম?

অভি। এই দেখতেই পাচ্ছ—তোমাদের ভারবাহী ভৃত্য।

মাধবী। আমার সঙ্গে তুমি এমন করে রহস্য করলে কেন?

অভি। তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আজ তাই যাবার সময় একটু শোধ নিলুম।

মাধবী। তুমি যাবে কেন?

অভি। তুমি ঘৃণা কর কেন? ঘৃণাকরাও যেমন তোমার ইচ্ছে, চলে যাওয়াও তেমনি আমার ইচ্ছে।

মাধবী। তুমি আমাকে রহস্য করেছ; আমি কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে নালিশ করবো। যদি আজ রাত্রেই পালিয়ে যাও, তাহ'লে যথার্থ ই বুঝবো তুমি নীচ ভৃত্য—কাপুরুষ।

অভি। বেশ, কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্তই থেকে যাব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজার শয়নকক্ষ।

বন্দী ও বন্দিনীগণ।

গীত।

উষার অরুণ সাধছে সাদরে
আর কেনলো কমলিনী ঘুমের ঘোরে ॥
ধীরে ধীরে কমল আঁখি খুলে দেখ সই,
লেলো ঘুমে কুমদিনী জাগলে তুমি কই ;
গুঞ্জরিয়া ব্যাকুল অলি কাঁদছে দুয়ারে
মরাল পাশে দেখার আশে ঘন ঘন চায়,
গ্রীবা ভঙ্গে তরঙ্গ নাচায় ;
কিসলয় চুমে মলয় মৃদু মধুর কয় কত স্বরে ॥

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। ভোরের বেলায় সবে মাত্র ঘুমটী এসেছে, অমনি বেসুরো বেতালা—চ্যা ভঁ্যা -কে তোদের আমার এখানে অত্যাচার করতে পাঠিয়েছে ?

১ম ব। মহারাজ !

শিব। ব্যাটা, আস্তে আস্তে। এইত গাধার চীৎকারে আমার কানের ভেতরে যথেষ্ট খোঁচা মারলে, আবার গিটকিরি দিয়ে ঘেয়ো কানে সুড় সুড়ি দাও কেন ?

১ম ব। মহারাজ !

শিব। আবার বেটা মহারাজ, আমার অগাধ ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলি।

১ মব। আজ্ঞে অপরাধ হয়েছে।

শিব। শুধু অপরাধ হয়েছে বল্লেই মনে করেছ সব লেঠা চুকে গেল। কে আছ ?

অভিরামের প্রবেশ)

অভি। (তল্লীমস্তকে) আজ্ঞে মহারাজ!

শিব। আবার মহারাজ!

অভি। আজ্ঞে ভৃত্য—

শিব। বুঝেছি বুঝেছি—তবে একটু পরে। যতক্ষণ আছ বাপ্, ততক্ষণ আমার হুকুমটো পালন কর।

অভি। (স্বগত) তাইত আমি চলে যাচ্ছি—একথা আমি ভিন্ন আরত কেউ জানেনা! রাজা জানলেন কেমন করে ?

শিব। ভাবতে লাগলে কি ? বুঝেছি, এখানে থাকতে তোমার সুবিধা হচ্ছেনা। আচ্ছা একটু পরে—আগে আমার হুকুমটো পালন ক'রে

অভি। আজ্ঞে তবে হুকুম করুন।

শিব। এই পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠাদের ধ'রে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কর।

অভি। যে আজ্ঞে! আয় পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা চলে আয়, তোদের মশানে নিয়ে গিয়ে বধ করি।

সকলে। দোহাই মহারাজ! আজকের মতন মাপ করুন।

অভি। মহারাজ! এরা মাপ চাচ্ছে।

শিব। মাপ্ আজ আর কিছুতেই করছি না।

অভি। আজ আর কিছুতেই মাপ্ হচ্ছেনা।

শিব। কিছুতেই না—আমি অগাধ নিদ্রায় সাত জন্মের সুখ স্বপ্ন দেখছিলুম। যখন তোরা নির্দ্দয় হয়ে তা ভেঙ্গে দিয়েছিস্; তখন কিছুতেই না।

অভি। দোহাই মহারাজ! আপনি দয়ার অবতার। না বুঝে দাস দাসী দুষ্কর্ম্ম করেছে তখন তাদের আজকের মতন মাপ্ করুন।

শিব। কিছুতেই নয়। সুর ব্রহ্ম—রাগ রাগিনী বধ আর ব্রহ্ম হত্যা দুইই সমান। আমার বাড়ীতে ব্রহ্ম হত্যা! নিয়ে যাও, অভিরাম এখনি নিয়ে যাও, বেটাবেটীদের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা কর।

অভি। ঠিক বলেছেন—উঃ! আপনার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা! চল্ বেটা বেটীরে তোদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

শিব। ক্ষমা যদি করি ত আর একদিন করবো—আজ তোদের শাস্তি নিতেই হবে।

অভি। আজ শাস্তি তোদের নিতেই হবে। মহারাজ কাল এদের ক্ষমা করবেন।

শিব। বেশ, কাল যদি তোদের গান শুনতে ভাল লাগে, তাহ'লে ক্ষমা করবো।

অভি। বস্—এখন চল্ বেটাবেটীরে তোদের মশানে নিয়ে বধ করি।

১ম ব। মহারাজ! আজ যদি প্রাণই গেল—

অভি। চোপ্ চোপ্—ফের কথা কইবি ত এইখানেই তোদের বধ করবো।

শিব। ওরা আবার গোল করে কেন ?

অভি। বেটারা পালাবার চেষ্টা করছে।

শিব। পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাও।

অভি। চল্—পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা—তোদের পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাই। তাহ'লে আমার তল্পীটে ধরবেকে ?

(মাধবীর প্রবেশ)

শিব। মাধবী—মাধবী—অভিরামের তল্পী ধর্—

মাধবী। সে কি মহারাজ! আমি আপনার কন্যা; আমার নিজের কত দাসী—আমি একটা চাকরের তল্পী ধরবো!

অভি। রাজার কথা অমান্য—আগে তল্পী ধর্, তার পর বিচার। (তল্পীদান) মহারাজ, ফেলে দিচ্ছে—ফেলে দিচ্ছে—

শিব। হাঁ হাঁ ধরে থাক—ধরে থাক—আচ্ছা তুমি না পার আমায় দাও।

মাধবী। না মহারাজ, আমিই রাখছি।

শিব। বেশ্।

অভি। আয় তবে পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠা, তোদের এই বারে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

(বন্দীও বন্দিনীগণের ক্রন্দন)

মাধবী। কি হয়েছে—কি হয়েছে! ওরা কাঁদছে কেন পিতা ?

অভি। মহারাজ! এই মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে,কি হয়েছে।

শিব। আচ্ছা যখন জিজ্ঞাসা করছে, তখন উত্তর দিতে পার।

অভি। মহারাজ এদের বধ করতে হুকুম দিয়েছেন। আমি এদের মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তাই এরা চেঁচাচ্ছে।

মাধবী। ওদের কি অপরাধ মহারাজ ?

অভি। শুনলেন মহারাজ শুনলেন ? এ আপনার কাছে কাজের কৈফিয়ৎ নিতে চায়।

শিব। তাতে কি বোঝাল ?

অভি। অর্থাৎ ওই যেন রাজা, আর আপনি যেন ওর তাঁবেদার।

শিব। তাইত! এ ধেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

অভি। এই ভাবটা যেন বোঝালে, আপনি যেন নির্ম্মম নিষ্ঠুর, নিথর নির্দ্দয় নির্ব্বুদ্ধি। আপনি যেন এতকাল বিনা অপরাধেই মানুষ মেরে আসছেন।

শিব। ঠিক বলেছ, এই ভাবই ও বুঝিয়েছে।

অভি। মহারাজ এর শাস্তি।

শিব। আচ্ছা ওকেও বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও—নিয়ে মুণ্ড-চ্ছেদ কর।

অভি। নে চল্, তোকেও বধ্য ভূমিতে নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করি।

১ম ব। মহারাজ! কাল আমাদের গান শুনে মাপ করবেন বলেছেন, আজ যদি প্রাণই গেল, তাহলে কালকে মাপ করলে আমাদের কি লাভ মহারাজ ?

মাধবী। মহারাজ, অধীনী কন্যার একটা নিবেদন আছে।

শিব। অভিরাম! অধীনী কন্যার একটা নিবেদন আছে, সেটা শোনা কর্ত্তব্য?

অভি। অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মুণ্ড গেলে যখন ও আর বলতে পারবে না।

শিব। আচ্ছা বল তোমার কি নিবেদন আছে।

মাধবী। যে লোক আপনাকে মিথ্যাবাদী ক'রে নরকে পাঠাবার চেষ্টা করে, তার কি শাস্তি?

শিব। যে আমাকে নরকে পাঠাতে চায়?

মাধবী। হাঁ মহারাজ, যে আপনাকে নরকে পাঠাতে চায়।

শিব। এমন লোকও আমার রাজ্যে আছে?

মাধবী। আছে কি না আছে সে পরে দেখাবো, এখন তার শাস্তিটে কি বলুন।

শিব। তাকে দেখতে পেলেই শূলে দিয়ে দিই।

মাধবী। কাল আপনি এদের গান শুনে ক্ষমা করতে চেয়েছেন?

শিব। চেয়েছি।

মাধবী। আর আজ তাদের মুণ্ড নিতে হুকুম দিচ্ছেন, আজ যদি ওদের মুণ্ড যায়, তাহলে কাল ওদের ক্ষমা করবেন কি করে?

শিব। তাইত অভিরাম! আজ যদি ওরা মরে যায়, কাল ওদের ক্ষমা করবো কি করে?

অভি। তাইত—কি করে?

মাধবী। তাহলে ত আপনাকে মিথ্যাবাদী হতে হল! মিথ্যাবাদী নরকে যায়। তাহ'লে দেখুন এই লোকটা আপনাকে নরকে দিতে চায়।

শিব। ঠিক বলেছ, ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে নরকে দিতে চায়! ওকে এখনি বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও।

মাধবী। চল বধ্য ভূমিতে—চল তোমাকে শূল দিয়ে আসি।

অভি। মহারাজ?

শিব। আবার কথা কয়—আমাকে নরকে দিতে চাস!

মাধবী। আবার কথা কয়—চল বধ্য ভূমিতে চল।

অভি। এর শাস্তি কি মাপ্ হয়ে গেল?

শিব। কারও মাপ্ হবেনা।

অভি। তাহ'লে কে কাকে নিয়ে যাবে?

শিব। যে যাকে পারবে, সে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে রেখো, তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—আর তোমার শূল।

অভি। মহারাজ! অধীনের আর একটা নিবেদন আছে।

মাধবী। মহারাজ এই অধীনের আর একটা নিবেদন আছে।

শিব। কি কর্ত্তব্য?

মাধবী। শোনা কর্ত্তব্য?

শিব। বেশ বলতে পার।

অভি। আজ্ঞে আপনি সত্যবাদী—যখন শূল দেবেন বলেছেন, তখন শূল আমার হবেই।

শিব। তাতে আর সন্দেহ নেই।

অভি। কিন্তু কি শূল দেবেন, তা আমাকে বলেন নি।

শিব। না তা বলিনি—কি বল মাধবী ?

মাধবী। না মহারাজ, তা বলেন নি।

শিব। কি বলিস্, কালোয়াত, কালোয়াতনীরে ?

সকলে। না মহারাজ, তা বলেন নি।

অভি। শূল কিন্তু অনেক রকম আছে, লোহার শূল, শিরঃ-শূল, অম্লশূল, চক্ষুশূল—

শিব। তা আছে, কি বল মাধবী ? চুপ করলে হবে না, উত্তর দিতে হবে।

মাধবী। তা আছে।

শিব। কি বলহে তোমরা ?

সকলে। আজ্ঞে মহারাজ, তা আছে।

অভি। তাহলে যে শূল আমি পছন্দ করি, সেই শূল অধীনকে দিতে অনুমতি করুন।

শিব। বেশ নাম কর।

অভি। এই ছুঁড়ী বদমাইসের ধাড়ী—মুখখানা যেন কেলে হাঁড়ী—এই আমার চক্ষুশূল।

শিব। (হাস্য) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—অভিরামকে সবাই মিলে চক্ষু শূল দিয়ে দাও।

মাধবী। মহারাজ ! মহারাজ ! অধীনীর কথা—

শিব। আরনা—আরনা—চক্ষু শূল দিয়ে দাও—চক্ষু শূল দিয়ে দাও।

বন্দিনীগণের গীত।

আহা মিলে যাও মিলে যাও
নিরুপায় ঘটল এ দায়, কেন আর এদিক ওদিক চাও ॥
কঠোর প্রেমে পড়েছো বাঁধা,
সমান সমান খায়নাকো মিল দুনিয়ার এইটি ত ধাঁধা।
এখন কাছে এসো প্রেমিক দুটী, ছেড়ে দিয়ে খুঁটি নাটি ভীরুকুটী,
মদনকে মেরে লাঠী দাঁতকপাটী লাগিয়ে দাও ॥

শিব। তোরা সব বড়ই ভয় পেয়েছিস না?

১ম ব। আজ্ঞে মহারাজ! তা কেন—

অভি। বল ব্যাটা বড় ভয় পেয়েছিলুম।

১ম ব। আজ্ঞে বড় ভয় পেয়েছিলুম।

মাধবী। এখনও ওদের বুক টিপ টিপ করছে।

শিব। হাঁ, তাই বল—আচ্ছা যা, ওমা 'মাধবী!' এই ভৃত্যের তল্পীটা তুমি চিরকাল বহন কর। আর সেই 'আনন্দের ফল স্বরূপ এদের এক জনের বুকে দশ সের করে সোণার বাট চাপিয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ।

কঞ্চুকি ও সহচরগণ।

কঞ্চুকি। তোমরা ঠিক দেখেছ?

১ম সহ। আমরা সবাই মিলে দেখেছি।

কঞ্চুকি। কেমন হে এ কথা ঠিক ত?

সকলে। আজ্ঞে ঠিক।

১ম সহ। ওর একটী এদিক ওদিক নেই? অভে তাঁকে ধ'রে বনের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল?

২য় সহ। তারপর একটা ঝোপের ভেতর নিয়ে গিয়ে ঢক ঢক ক'রে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল।

কঞ্চুকি। বিষ তোমরা জানলে কি ক'রে?

১ম সহ। আজ্ঞে কড়া গন্ধে। যেমন বেটা কৌটোর মুখটো খুলেছে, অমনি ভরভর ক'রে চারদিকে গন্ধ ছুটে গেছে।

কঞ্চুকি। এই না বললে তোমরা শীকারে ব্যস্ত ছিলে?

১ম সহ। আজ্ঞে শীকার ও করছিলুম গন্ধও শুঁকছিলুম।

২য় সহ। আমি নাকে কাপড় বেঁধে শীকার করতে লেগে গেলুম।

কঞ্চুকি। বিষই যদি জানলে ত রাজকুমারকে তার সঙ্গে যেতে দিলে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে বিষ খাওয়াবে জানলে কি আর যেতে দিতুম।

২য় সহ। তাহ'লে আমরা রাজকুমারের কোমর ধ'রে টেনে থাকতুম।

কঞ্চুকি। তা রাজকুমার কি বিষটে জানতে পারলেন না?

১ম সহ। পাগল হয়ে গেলেন, তা জানবেন কি করে?

কঞ্চুকি। খেতে না খেতেই পাগল হয়ে গেলেন?

১ম সহ। খেতে কি, ছুঁতে না ছুঁতে পাগল হয়ে গেলেন।

সকলে। ছুঁতে ছুঁতেই—

২য় সহ। একেবারে উন্মাদ।

কঞ্চুকি। উঁহু! একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা।

১ম সহ। কেমন ক'রে বিশ্বাস হবে?

২য় সহ। একি বিশ্বাস হবার কথা? আমরা কেউ একথা বিশ্বাস করিনি।

২য় সহ। অভে বেটা বিষ খাওয়াবে, একি বিশ্বাস হয়!

কঞ্চুকি। আমার বোধ হয় তোমরা কেউ দেখনি।

১ম সহ। তা কেমন ক'রে দেখবো, আমাদের কি দেখবার উপায় ছিল! সবাই তখন কি হ'ল, কি সর্ব্বনাশ হ'ল বলে চোক বুজে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম।

২য় সহ। সে নিদারুণ দৃশ্য কি প্রাণ থাকতে দেখা যায়!

কঞ্চুকি। আমার বোধ হয়, তোমরা সকলেই মিথ্যা বলছ।

১ম সহ। আজ্ঞে তাতো বলছিই।

কঞ্চুকি। সর্ব্বৈব মিথ্যা?

২য় সহ। আজ্ঞে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

কঞ্চুকি। তাহ'লে বললে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে নিরুপায়ে বলতে হল।

২য় সহ। আজ্ঞে, না বললে যে রাজকুমারের প্রাণ যায়।

১ম সহ। না বললে, কবিরাজ রোগের নিদান বুঝতে পারবে কেন?

কঞ্চুকি। বেশ, রাজাকে তাহ'লে একথা বলি?

১ম সহ। অবশ্য বলবেন।

২য় সহ। এখনি, কালবিলম্ব করবেন না।

১ম সহ। প্রাণে ধৈর্য্য মানছেনা।

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ আসছেন—মহারাজ আসছেন!

শিব। কি ব্রাহ্মণ! এই সকল দিগ্বিজয়ী বীর নিয়ে, প্রাতঃকালে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ নাকি?

কঞ্চুকি। মহারাজ! রাজকুমার কাল মৃগয়া করতে গিয়ে কিছু চঞ্চলচিত্ত হয়ে এসেছেন।

শিব। বল, কি!

কঞ্চুকি। একটু উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

শিব। কই আমিত একথা শুনিনি!

কঞ্চুকি। আজ্ঞে রাত্রে আর মহারাজকে নিবেদন করবার অবকাশ হয়নি।

শিব। এখন কেমন আছে?

কঞ্চুকি। এখন বোধ হচ্ছে একটু সুস্থ আছেন, কেননা ভোরের বেলায় তাঁর একটু নিদ্রা এসেছে।

শিব। কারণটা কি অনুমান করেছ?

কঞ্চুকি। এই এরা আর অভিরাম রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল। এরা বলছে, অভিরাম তাঁকে বিষ খাইয়েছে।

শিব। য়্যাঁ বল কি! অভিরাম? বিষ?

কঞ্চুকি। ভয়ঙ্কর বিষ।

১ম সহ। ভয়ঙ্কর—

কঞ্চুকি। এমন ভয়ঙ্কর যে, কৌটো খুলতে না খুলতে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছেন।

সকলে। উন্মাদ! উন্মাদ!

শিব। একে ভয়ঙ্কর বিষ, তার ওপরে আবার কৌটো!

কঞ্চুকি। আজ্ঞে এরা সব চক্ষে দেখেছে।

শিব। এই সব বীরের চোখের ওপরে!

কঞ্চুকি। কিহে তোমাদের চোখের ওপরে!

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ! একেবারে প্রত্যক্ষ।

শিব। কি পাষণ্ড! তোমাদের সুমুখে একটা চাকরে আমার ছেলেকে বিষ খাওয়ালে!

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ! আমরা সব পেছন ফিরে ছিলুম।

শিব। তাই বল, তোমরা দেখনি!

কঞ্চুকি। ওরা একবার বলছে দেখেছি, একবার বলছে দেখিনি।

শিব। বেশ এক কাজ কর—তুমি ওদের একবার করে শূলে দাও, একবার করে দিয়োনা।

সকলে। দোহাই মহারাজ! দোহাই দয়াময়!

শিব। তাহ'লে বল, অভিরাম বিষ খাওয়ায়নি।

সকলে। কখন খাওয়ায়নি।

১ম সহ। আজ্ঞে অভিরাম কি বিষ খাওয়াবার লোক।

২য় সহ। বিষ যে কাকে বলে তা সে জানেই না।

১ম সহ। অভিরাম যখন খাওয়াবে, তখন কেবল সুধাই খাওয়াবে।

শিব। বেশ, তবে মাফ করলুম। যাও ব্রাহ্মণ! এদের নিয়ে গিয়ে, এক একজনের পেটে আধমন করে সন্দেশ ঠেসে দাও।

কঞ্চুকি। বেশ চল চল--

১ম সহ। চল চল—প্রাণ যায় সেও স্বীকার, মহারাজের আদেশ পালন করবে চল।

[শিববর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিব। বিধাতার অনুগ্রহে এ বয়স পর্য্যন্ত ত আমার পূর্ণানন্দে কেটে গেল। এখন জীবনের শেষ কটা দিন এই রকম ক'রে কাটাতে পারলেই এ জীবনটা পূর্ণ মাত্রায় আমার ভোগ হয়ে যায়।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ!

শিব। কি রাণী!

রাণী। প্রাতঃকালে আপনার এখানে এত গোল হচ্ছিল কেন?

শিব। ও বন্দী বন্দিনীরে স্ফূর্ত্তি ক'রে গান করছিল।

রাণী। ও বাবা! ওকি গান। সারারাত আমার ছেলে ঘুমোয় নি। কত সুশ্রূষায় ভোর বেলায় একটু তার নিদ্রা এসেছিল, তা আপনার বন্দীর গানে কিনা সর্ব্বনাশ করলে!

গানের ধমকে বাছা আমার কিনা ঘুমুতে ঘুমুতে আঁতকে উঠে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছে!

শিব। তাতো পড়বেই। বাঁটুল রাগ, খোঁচা রাগিণী, আর কোঁৎকা তাল। ছেলের ঘুমন্ত প্রাণে যেই টিপ করে লেগেছে, অমনি আঁতকে উঠেছে।

রাণী। এমন কাজ আর করবেন না মহারাজ! ভাল গান গাইতে না পারে ত তাদের বিদেয় দিন। নইলে কোন দিন ছেলে আমার বিছানা থেকে পড়ে মারা যাবে!

শিব। বিদেয় বলছ কি রাণী! তাদের একেবারে শূলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু কথার মার পেঁচে কিছু গোলমাল হয়ে গেল বলে, কিছু ঘুষ দিয়ে সব বেটা বেটীদের ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাণী। তা বেশ করেছেন, আর যেন তাদের দিয়ে গান করাবেন না।

শিব। এত অনুরোধ করছ, ব্যাপারটা কি বল দেখি রাণী!

রাণী। ব্যাপার আর কি! ছেলের এ গান ভাল লাগছে না।

শিব। এমন গান ভাল লাগছে না! তাহলে বলি, আজ প্রভাতের সঙ্গীত, সুর লয়ে আমার কর্ণে এতই মধুর লেগেছে যে, জীবনে এমন গান কখন শুনিনি।

রাণী। তা না শোনেন, আর শুনবেন না। ছেলে বলে আর যদি এমন গান কখন শুনি, তাহলে বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব।

শিব। বল কি রাণী!

রাণী। উঠে অবধি সে মাথা গুঁজে বসে আছে, আমি তাকে কত বললুম, তবু সে উঠলো না। সে বলে, "আগে গানের পাট বাড়ী থেকে তুলে দাও, তবে উঠবো।"

শিব। ছেলে নিজে কিছু গান টান গাইছে?

রাণী। আজ্ঞে মহারাজ, মাথা গুঁজে গুন্ গুন করছে।

শিব। হুঁ! তাই বল।

রাণী। ব্যাপার কি মহারাজ!

শিব। হুঁ—মাধবী!

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ!

শিব। চেষ্টা ক'রে শুনে এসো দেখি. রাজকুমার কি গান গাইছে।

মাধবী। শুনে এসেছি মহারাজ!

শিব। বল্‌তে পার?

মাধবী। আজ্ঞে মহারাজ, দুটী ছত্র তার আয়ত্ত করেছি।

শিব। বেশ তাই বল।

মাধবী। শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা আমি পূর্ণিমার শশী।
বল্‌লো কুমুদী, জানিস যদি, কেন তোরে শুধু ভালবাসি।

শিব। সুরে, মাধবী সুরে—

মাধবী। কিছুইত সুর পাইনি মহারাজ!

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আমি শোনাচ্ছি। আমি শোনাচ্ছি।

(বিকৃতস্বরে) শত প্রেমিকার ইত্যাদি।)

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। পাষণ্ড-নরাধম-নিষ্ঠুর অভে! এখনি আমি তোকে হত্যা করবো। এই বিশ্ববিমোহন সঙ্গীতের যদি এই রকম ক'রে অপমান করবি, তাহ'লে এখনি আমি তোকে হত্যা করবো।

শিব। কে আছ, রাজকুমারকে বন্দী ক'রে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। দোহাই মহারাজ! একে ছেলে বিষপানে উন্মত্ত হয়েছে, এই নিষ্ঠুরই তাকে বিষ খাইয়েছে— দোহাই, পুত্রের প্রতি আপনিও নিষ্ঠুর হবেন না।

শিব। গৃহান্তরে নিয়ে যাও—

মাধবী। চলুন দাদা! আমরা অন্য গৃহে যাই।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান অভিরাম! দেব সঙ্গীতের আর কখন এমন অপমান ক'র না। দ্বিতীয়বার এ কার্য্য করলে, হয় তুমি যাবে, নয় আমি যাবো। দু'জন একসঙ্গে এ ধরণীতে থাকতে পারবে না।

মাধবী। চলুন, এখন চলুন।

[মাধবী ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

রাণী। কি গুণে এ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে এ অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন মহারাজ!

অভি। শুধু কি যেমন তেমন অনুগ্রহ রাণী মা! আপনার আসবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে আপনার প্রিয় কন্যা মাধবীকে দান করে ফেলেছেন।

রাণী। য়্যাঁ!

শিব। কে আছ? রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আমার মাধবীকে ভৃত্যের হাতে সঁপে দেওয়া হল।

শিব। কে আছ! রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আর কারও থাকবার দরকার কি, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। মহারাজ! এ রকম ক'রে দগ্ধে মারার চেয়ে আমার পুত্র কন্যা আর আমাকে একেবারে হত্যা করে ফেলুন।

শিব। পরে বিবেচ্য—এখন চলে যাও।

রাণী। কোথা থেকে এ সর্ব্বনেশে চাকর এলো! এ সবাইকেই পাগল করবে।

[প্রস্থান।

শিব। এ বিষ কি কান দিয়েই ঢুকলো অভিরাম?

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আপনি অন্তর্য্যামী দেবতা আপনার অনুমান কি মিথ্যা হয়! বনপথে চলতে চলতে আমরা এমন এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলুম যে, মনুষ্য জীবনে কেউ কখন সেরূপ সঙ্গীত শুনেছে কিনা বলতে পারি না। অপ্সরা সঙ্গীত জ্ঞানে রাজকুমার উন্মাদের মত সেই সঙ্গীতের অন্বেষণে ছুটে গিয়েছিলেন। আমি শত চেষ্টাতেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। তার পরই তাঁর এই দশা।

শিব। তোমার কি মনে হয় সে কিছু দেখতে পেয়েছে—গানের গোড়া কি ধরা পড়েছে?

অভি। বেদেনীর বন, সেখানে আর কি আছে তা রাজকুমার দেখতে পাবেন। গানের গোড়া তো এক বেদেনীর মালঞ্চ।

শিব। অভিরাম। শুনেছি কেরল রাজকুমারী শৈশবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার সংবাদ আর কখন কোথাও কি শুনতে পেয়েছ ?

অভি। আপনি এসব কথাও জেনে রেখেছেন !

শিব। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

অভি। আজ্ঞে গরীব ভৃত্য আমি, কি জানি কি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে আপনার কাছে স্বপ্নের অগোচর অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি এ সকল কথা কি জানবো মহারাজ !

শিব। তার অন্বেষণে এক কেরল রাজকুমার বহুকাল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে তার কোন সংবাদ জান ?

অভি। (স্বগতঃ) একি শুনছি, ইনি কি সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান ? নতুবা এসব রোমহর্ষণ কথা আমাকে শোনাবার প্রয়োজন !

শিব। কি ভাবছ ?

অভি। আজ্ঞে আমি কি জানবো ?

শিব। জাননা ত ! তা হ'লেই হ'ল ! আমি নিশ্চিন্ত হই।

অভি ! কেন মহারাজ !

শিব। মাধবীটী কি জান ?

অভি। ওই কেরল রাজকুমারী নাকি ?

শিব। তোমার কি বোধ হয় ?

অভি। মহারাজ ! অনুমতি করুন বিদেয় হই।

শিব। কেন হে ! এরই মধ্যে বিদেয় কেন, তোমাকে অমন সুলক্ষণা কন্যা দান করলুম, একটু নিকটে থাক, কৃতজ্ঞ হও।

অভি। মহারাজ! কিয়ৎক্ষণের জন্য অধীনকে অবকাশ দিন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

শিব। মিথ্যা কথা! তুমি গেলে আর ফিরবে না!

অভি। ফিরবো না কেন মহারাজ!

শিব। তুমি আত্মহত্যা করবে।

অভি। অন্তর্য্যামিন্! রক্ষা করুন—অজ্ঞানে মহাপাপ করেছি—মাধবী আমার ভগিনী।

শিব। ভয় নেই—ওঠ; কেরল রাজকুমারী জ্ঞানে মাধবীকে পালন করেছিলুম! কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি তা নয়, মাধবীও রাজকুমারী, কিন্তু কেরলের নয়। অন্য পরিচয় তার জানবার প্রয়োজন নেই, জেনে লাভও নেই মাধবী এখন আমার কন্যা। ওঠ মাধবেন্দ্র! কেরল রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। সবই যখন জানেন প্রভু! তখন আমার পিতৃব্য মহারাজ কেরলপতিরও সন্ধান আপনি জানেন।

শিব। সে পরের কথা—আগে রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। যথা আজ্ঞা।

শিব। বেশ, চল আগে দেওয়ানকে তিরস্কার ক'রে আসি।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

মানবেন্দ্র।

মান। বড়ই সমস্যায় পড়েছি! এমন সমস্যায় পড়বো জানলে কখন কি এ কুহকময় রাজ্যে প্রবেশ করি! রাজ্যচ্যুত হবার পর কেরল ত্যাগ করে যখন দেশে দেশে ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করেছিলুম, তখন যে আমি এর চেয়ে শত গুণে ভাল ছিলুম! এখানে এখন আমি রাজার স্নেহে বন্দী। এ বন্দিত্ব থেকে কখন যে মুক্ত হ'তে পারবো, আরত আশা দেখছি না। প্রাণময়ী সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু শয্যায় দত্ত উপহার, আমি উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করে চলে এসেছি। জানি সে নেই, মানব বুদ্ধি বলে সে কিছুতেই থাকতে পারে না, তবু আশা কাণে এসে রোজ বলে যেন সে বেঁচে আছে! থাকলেও তাকে ফিরে পাবার আরত আমি কোনও উপায় করতে পারলুম না! আমি এখানে রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করছি, আর সে হয়ত ভিখারিণী—পরের অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে, হয়ত কোন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বাস করছে। এক একবার মনে করি ভাববোনা, কিন্তু চিন্তা যখন একবার মনের ভিতরে জেগে ওঠে, তখনই প্রাণে সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করি।

(শিববর্ম্মা ও অভিরামের প্রবেশ)

শিব। হাঁ দেওয়ান!

মান। কেন মহারাজ?

শিব। রাজ্যের সমস্ত ভার, সংসারের সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়েও যদি নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলুম, তবে তোমাকে দেওয়ান করলুম কেন ?

মান। অধীন কি এমন কাজ করেছে যে, মহারাজকে তার জন্য চিন্তিত হ'তে হয়েছে ?

শিব। কি কাজ করেছ, নিজে বল।

মান। কই, আমিত কিছু বুঝতে পারছি না মহারাজ !

শিব। তুমি কি কেরলরাজের মত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করেছ যে, দেওয়ানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে শেষে তার মতন তোমার কুট বুদ্ধিতে আমি বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী হব !

মান। তিরস্কার না ক'রে কি করেছি বলুন।

শিব। আমার একমাত্র বংশধর, বৃদ্ধ বয়সের পুত্র, তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছো, আর কি করবে।

মান। ষড়যন্ত্র করেছি !

শিব। নির্ব্বুদ্ধির মতন অবাক হয়ে থাকলেই মনে করেছ, আমি তোমার ব্যবহার ভুলে যাব। কেরলরাজের ভাগ্যে একটা ভাইপো ছিল, তাই তার রাজ্যটার উদ্ধার হয়েছে। আমার ত আর কেউ নেই যে, তোমার গ্রাস থেকে আমার রাজ্যটার উদ্ধার করবে।

মান। (স্বগতঃ) ভগবান লাঞ্ছনার ভেতরেও এক শুভ সংবাদ আমাকে দান করলেন।—মহারাজ ! ষড়যন্ত্রী মনে করেন ত এখনি আমাকে হত্যা করুন, নইলে এই ভৃত্যের সম্মুখে আমাকে অপমানিত করবেন না।

শিব। এখন আর ও ভৃত্য নয়, ও আমার জামাতা, আমি ওকে কন্যা মাধবীকে দান করেছি—

মান। আপনার কন্যা আপনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, কিন্তু আমি ওকে সামান্য ভৃত্য বলেই জানি।

শিব। তুমি জানলেইত আর ও ভৃত্য হ'তে পারে না। তোমার বদলে আমি ওকে দেওয়ান করবো।

মান। তাহ'লে আর বিলম্ব কেন, এখনি গ্রহণ করুন।

শিব। পোষাক ছেড়ে দাও। অনেক টাকা ব্যয় ক'রে কাল তোমায় পোষাক করে দিয়েছি। (মানবেন্দ্রের গাত্র বস্ত্র উন্মোচন)—নাও অভিরাম, মন্ত্রীর পোষাক পর।

অভি। বলেন কি মহারাজ! আমি কাক—ময়ূর পুচ্ছে সাজলে, আমার দুকুল যাবে যে। আমি দেওয়ানজীকে দেবতা বলে জ্ঞান করি।

শিব। নেবে না?

অভি। ক্ষমা করুন মহারাজ!

শিব। নাও, তবে তুমি ফিরিয়ে নাও।

মান। আজ্ঞে মহারাজ! আমিও আর গ্রহণ করবো না।

শিব। বেশ, তবে আমারই কাঁধে থাক্। আমি রাজা, আমিই মন্ত্রী।

মান। এখন আমার অপরাধ কি বলুন।

শিব। আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, আমার ছেলেকে মৃগয়ায় পাঠিয়েছিল কেন?

মান। আপনি কিছু জানতে চান না, শুনতে চান না ব'লে, বলিনি।

শিব। তারপর, ছেলে যে মৃগয়ায় গিয়ে পাগল হয়ে এলো!

মান। পাগল হয়ে এলো!

শিব। এসো—পথে এসো! এখন বল তুমি ষড়যন্ত্র করেছো কি না?

মান। কি হয়েছে খুলে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পারলুম না।

শিব। কি তুমি আমাকে কি হেঁজিপেঁজি রাজা পেলে যে, আমি যারতার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। আগে পোষাক নাও, দেওয়ান হও, তবে আমার কথা শুনতে পাবে।

মান। মহারাজ! এখনও আপনাকে চিনতে পারলুম না।

অভি। তবে পারবে কে?

শিব। পোষাক নাও।

মান। না মহারাজ! আর ও ভার আমাকে দেবেন না। আমি আপনার আসবার আগে অবসর গ্রহণের চিন্তা করছিলুম! রাজকুমারকে বড়ই স্নেহ করি বলে জিজ্ঞাসা করছি, নইলে করতুম না।

শিব। আর যখন অবসরই নেবে, তখন আর মিছে স্নেহ দেখিয়ে দরকার কি, চল অভিরাম! আমরা চলে যাই।

অভি। দেওয়ানজী পোষাকটা নিন্।

মান। আচ্ছা দিন।

শিব। ভাই! ছেলেটা মৃগয়া করতে গিয়ে কি একটা গান শুনে পাগল হয়ে এসেছে।

মান। তা বেশ হয়েছে! তা রাজকুমারের বিবাহ যোগ্য যখন বয়স হ'ল, তখন তার বিবাহ দিন।

শিব। বিবাহ কি আমি দেবো ?

মান। বেশ তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি একি করলেন! মাধবীকে আপনি ভৃত্যের হাতে স'পেদিলেন কি!

শিব। সেটা এক রকম গোলমালে হয়ে গেছে। তাইত তোমাকে ছেলের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

মান। আমি যে তার জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে ভাট পাঠিয়েছি।

শিব। আরে ভাই! দেরি সইল না।

মান। দেরি সইল না কি!

শিব। মাধবী কালরাত্রে এই চাকরটার সঙ্গে কথান্তর করেছে।

অভি। দোহাই মহারাজ! এ নিষ্ঠুর কথা কইবেন না।

মান। বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্য!—

শিব। আহা যেতে দাও—যুবক যুবতী—চাঁদনীরাত—মলয় বাত—সাত খুন মাপ্। তার ওপর ও এখন আমার জামাতা।

মান। তা ও আপনার জামাতাই হোক, আর যাই হোক—ও যেন আর আমার কাছে না আসে। যখন আসবেন, তখন অন্য কাউকে আপনার সঙ্গে আনবেন। ওই বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্যকে যদি আনেন, তখনই আপনার চাকরী ছেড়ে দেবু।

অভি। নাই বা রইলুম—এখন আমি জামাই, আমার অভিমান নেই!

শিব। বাইরে, বাইরে—অপেক্ষা—অপেক্ষা—

অভি। অপেক্ষা—কেন, কিসের জন্যে—আমি আমার প্রাণেশ্বরী মাধবীর কাছে চল্লুম। তাকে নিয়ে আমি আর কোন রাজার খানশামাগিরি করবো!

[প্রস্থান।

মান। রাম! রাম! কি করলেন মহারাজ!

শিব। সেতো চুকে গেছে, এখন ছেলের কি করবে বল।

মান। বেশ, সুন্দরী রাজকন্যার সন্ধানে চারি দিকে ভাট পাঠাই।

শিব। ভাট পাঠিয়ে সন্ধান নিয়ে, তবে ছেলের বিয়ে দেবে?

মান। তা না হ'লে মেয়ে পাব কোথায়?

শিব। মেয়ে পাওয়া পাওয়ি বুঝিনা, ছেলের বিয়ে দাও।

মান। আচ্ছা, দু'দিন অপেক্ষা করুন।

শিব। অপেক্ষা এক দণ্ডও নয়।

মান। সে কি! এখনি?

শিব। এখনি—কাল বিলম্ব নয়।

মান। সূর্য্যাস্তের অপেক্ষা পর্য্যন্ত নয়?

শিব। সূর্য্য অস্ত যেতে যেতে ছেলেও আমার অস্ত যাবে।

মান। তাহ'লে আপনি দেখুন মহারাজ, আমার কর্ম্ম নয়।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ! ভাই রাজা কিছু খাচ্ছেন না। ক্রমে চোক বুজে নেতিয়ে পড়ছেন।

মান। হায় হায়! এই মেয়েটাকে আপনি ভৃত্যের হাতে স'পে দিলেন!

শিব। তাহ'লে আমার ছেলে মরে যাওয়াই তোমার সাব্যস্ত ?

মান। কি করব, রাজপুত্রবধূ কি মুখের কথা খসাতে খসাতেই পাওয়া যায় !

শিব। পাওয়া যায় না ?

মান। ওঃ ! আপনি কি নিষ্ঠুর !

শিব। পাওয়া যায় না ?

মান। মেয়েটাকে একটা চাকরকে দিয়েছেন, ছেলেটাকে একটা চাকরাণীকে দেবেন নাকি ?

মাধবী। কি হবে মহারাজ ?

শিব। পাওয়া যায় কি না যায় বল।

মান। আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে তো পাবার সম্ভাবনা দেখছি না।

শিব। বেশ,—অভিরাম !

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। মহারাজ !

শিব। এখনি আমার একটা পুত্রবধূ নিয়ে এসো।

অভি। যে আজ্ঞে এখনি আনছি মহারাজ !

মান। অভিরাম পুত্রবধূ আনবে কি ?

শিব। আমি যখন বলেছি,তখন নিশ্চয় ও পুত্রবধূ আনবে।

অভি। নিশ্চয় আনবো মহারাজ !

মান। এই এই শুনে যা শুনে যা !

শিব। নেহি নেহি—চলাযাও—জলদি পুত্রবধূ লে আও।

[অভিরামের প্রস্থান।

মান। এই নরাধম ফিরে আয়।

শিব। যাও যাও—আয় মা মাধবী তোর ভাইকে খাওয়াবার জোগাড় করি।

[প্রস্থান।

মান। কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) শিগগির ওই বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

বেদেনীগণ।

গীত।

গোয়ালিনী লো শ্যাম যে এখন হয়েছে রাজা।
সে আর ভাঙ্গবে না কো দুধের কেঁড়ে খাবে নাকো সর ভাজা॥
সাধের বেণু বেচে কাণু ধণু ধরেছে, সঙ্গোপনে বেদের বনে হরিণ মেরেছে;
(আমরা) তাই বেচতে এসেছি হাটে, দেখি কাটে কিনা কাটে।
সূর্য্যি না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা।
সাধের ননী সিকেয় তোল্, করবি যদি গরম ঝোল্
বিকিয়ে যায় চট্ করে আয় এখনো তাজা॥

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। যে বেটীদের বনে গিয়ে আমাদের নাকালের একশেষ। সেই বেটীরেই আসছেনা! তাইত, বেটীরে এখানে

পর্য্যন্ত আমাদের পিছন পিছন ধাওয়া কর্‌লে নাকি! যাই হ'ক, সুবিধে হয়েছে। বনে বেটীরে আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি এখানে বেটীদের নিয়ে একটু মজা করি। এদিকে মজা, ওদিকে একটা সমস্যার মীমাংসা। মহারাজ কি উদ্দেশ্যে আমাকে রাজ পুত্রবধূ আনবার ভার দিলেন বুঝতে পারলুমনা। রাজাও আদেশ করলেন, আমিও অমনি চলে এলুম। আমিত বুঝেছি রহস্য—রাজাও কি বুঝে রহস্য করেছেন? অথবা এ কোন দৈবলীলা! এই অল্প সময়ের মধ্যে এ অঘটন কেউ কি ঘটাতে পারে! বিধাতা পারে কিনা জানিনা, মানুষেত পারে না। তবে যদি কোন গন্ধর্ব্ব কুমারী, কি অপ্‌সর কুমারী মন বুঝে রাজ পুত্রবধূরূপে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে, তবেই যদি হয়। তাহ'লে একটু মজাই করা যাক্‌—একটা বেদেনীকে ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্‌। আনন্দময় রাজাকে একটু হাঙ্গামে ফেলা যাক্‌। বেদেনীবেটী আর কি বুঝবে, লাভের মধ্যে তার কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

প্র গণ। হারে রে রে!—এই ইধির যাও, উধির যাও—

১ম বে। কেনে যাবোরে!

১ম প্র। রাস্তা ছোড়কে খাড়া হও। হারে রে রে—

অভি। আরে মর্‌, এবেটারা মাঝখান থেকে হারে রে রে করে উপস্থিত হল কেন?

১ম বে। তোর কি কেনা রাস্তা হ্যায় যে, তোর হুকুমে রাস্তা ছেড়িয়ে দেবো।

১ম প্র। আলবৎ ছোড়তে হোবে, হামরা বেল্লিক বেটাকো গ্রেপ্তার করতে চলিয়েছে। যো আদমি সড়ক্‌পর খাড়াহোবে উস্‌কো হামলোগ ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়া যাবে—হাঁ।

১ম বে। কই যা দেখি বেটা—মোরা রাম রাজার মুলুকে বাস করছি তা জানিস্‌?

১ম প্র। কেয়া!

অভি। আরে ক্যা হুয়া তেওয়ারী ভাই?

১ম। এই যে অভিরাম ভাই আছ। দেওয়ানজী মহারাজ বেল্লিক বেটাকো গ্রেপ্তার করতে হুকুম কিয়েছে। হামলোক উ বেটাকো পাকড়াতে চলিয়েছি।

অভি। এ ত দেখছি, দেওয়ানজী আমাকেই ধরতে পাঠিয়েছে! আহাম্মোক বেটারা গোলমাল করে ফেলেছে। ভারী সুবিধে হয়েছে। এরে বেদেনী ছুঁড়ীরে পথ ছাড়।

১ম বে। মোরা রাণীর হুকুম না হ'লে পথ ছাড়বোনি।

অভি। আবার তোদের রাণী কেরে?

১ম বে। রাণী পেছিয়ে আছে, যখন আসবে তখন দেখবি।

অভি। তাহ'লে তেওয়ারি ভাই; তোমরা পাস কাটিয়েই চলে যাও।

১ম প্র। কেয়া! হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা—কেয়া! এইও ভাগো।

১ম বে। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা!

অভি। এ পাঁড়ে ভাই, এ মেইয়ালোককে সাথ কেজিয়া করণেকো কুছ লাফা নেই, ধারি হোকে চলিয়ে। দেরি হোনেসে বেল্লিক বেটা ভাগ্‌ যাগা।

সকলে। চলিয়ে চলিয়ে।

অভি। এ তেওয়ারী ভাই, থোড়া সবুর।

১ম প্র। কাহে ভাই!

অভি। বেল্লিক বেটা আতা হ্যায়।

১ম প্র। হ্যায়? আপ্ আঁখ সে দেখা?

অভি। দেখা—একটু খাড়া হওনা, তাহ'লেই আপবি দেখেগা।

১ম প্র। এভাই– খাড়া রহিয়ে—

(কঞ্চুকির প্রবেশ)

কঞ্চুকি। হরে মুরারে মধুকৈটভারে—আরে কে তোরা?

১ম বে। মোরা বেদেনী গো!

কঞ্চুকি। তা পথ ছাড়—

১ম বে। কেনেগো—পথ ছাড়বো কেনে—

কঞ্চুকি। আরে মর, স্নান করে এসে তোদের ছোঁব?

১ম বে। ও.র ঠাকুর মশায় আছেরে! পথ ছেড়িয়ে দে।

সকলে। যা ঠাকুর চলিয়ে যা।

অভি। (প্রহরীদের ইঙ্গিত)

১ম প্র। আরে উতো কঞ্চুকিজী হ্যায়—

অভি। ওইতো বেল্লিক হ্যায়, দেখতা নেই। মেইয়া লোককো সাথ কেজিয়া করতা। আপ রাস্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর বুঢ্ঢা ওদের ভাগায়কে দেতা হ্যায়।

১ম প্র। ইতো সচ্ বাত হ্যায়।

অভি। পাকড়ো পাকড়ো—বেল্লিক বুড়া বেটা ভাগতা হ্যায়—পাকড়ো।

১ম প্র। এ কঞ্চুকি মশা—এ কঞ্চুকি মশা—

কঞ্চুকি। কি—খবর কি ?

১ম প্র। আপকো মন্ত্রী মহারাজ কো পাশ যাইতে হোবে।

কঞ্চুকি। কেন ?

১ম প্র। তা হামি কি জানে। আপ্‌কো গ্রিপ্তার করণেকো হুকুম হ্যায়—

কঞ্চুকি। আমাকে!

১ম প্র। হামি কি মিছে বলছে কঞ্চুকি মশা!

কঞ্চুকি। আরে মর্ ক্ষেপেছিস্ নাকি ?

১ম প্র। যখন নকুরি করছি, তখন ক্ষেপাতো হইয়েছি। চলিয়ে চলিয়ে—

কঞ্চুকি। আরে মর্ এ-আহাম্মোক বেটারা বলে কি! আমাকে গ্রেপ্‌তার কি! কেও, অভিরাম! ব্যাপার খানা কি বল দেখি!

অভি। কি জানি কঞ্চুকি ম'শায়। কাল রাত্রে নাকি আপনার ঘরে কি ঘটনা হয়েছিল।

কঞ্চুকি। কে একথা বললে ?

অভি। আপনি নাকি রাজকুমারী মাধবীকে—কি নাকি বলেছেন—কি একটা গোলমেলে কথা, ভাল বুঝতে পারলুম না।

কঞ্চুকি। হুঁ!—আচ্ছা চল্।

১ম প্র। হাঁ! চলিয়ে চলিয়ে—

[কঞ্চুকি ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

১ম বে। এ রাণী, এতো দেরি ক'রে আইলি।

বরুণা। কি ক'রি ভাই! খদ্দের বেটারা কি পথ চলতে দেয়। সব বেটারা মাস লিতে ছুটে আইছে। সব মাস ফুরিয়ে গেছে।

১ম বে। তবে তুই হাটে শুধু বসে থাকবি আয়—হামরা তোরে দেখিয়ে চট্ মাস বেচি লিব।

অভি। এই বেদেনীরাণী! রাণীই বটে! তাহ'লে এইটে-কেই নিয়ে যাওয়া যাক না কেন?—এ রাণী!

বরুণা। কেনে রে?

অভি। আমার সঙ্গে যাবি?

বরুণা। কোথা কে!

অভি। রাজার বাড়ী।

বরুণা। বেদের বিটির সঙ্গে তামাসা করিস্ কেনে?

অভি। তামাসা নয়! যাস্ ত বল্। একটা রাজপুত্তুর বিয়ে করবি।

বরুণা। মোর যে বিয়ে হইছে রে!

অভি। আবার না হয় একটা করবি।

বরুণা। দূর্ তুই বিটলে আছিস্।

অভি। বিয়ে না হয়, নিকে করবি।

বরুণা। মোর সোয়ামী যদি না ছাড়ে?

অভি। তোর সোয়ামী পয়সা পেলেই ছাড়বে!

বরুণা। রাজপুত্তুর মোকে লিকে করবে?

অভি। না করে তোকে লাখ টাকা জরিমানা দেবো।

বরুণা। কি বলিস রে ভাই?

১ম বে। চল্‌না রাণী, মোরাত সাথে রইচিরে, ভয় কি!

বরুণা। আচ্ছা চল্।

অভি। হাঁ আয়, আর কিছুও যদি না হয়ত তোর বরাত ফিরে যাবে। আর তোকে মাংস বেচে খেতে হবে না। দেখবো সুবুদ্ধিমান মহারাজ কেমন ক'রে তুমি এই শঙ্কট থেকে উদ্ধার পাও।

অলিন্দ।

মানবেন্দ্র।

মান। তাইত এ প্রহরীগুলো করলে কি! এখনও সে বেল্লিক বেটাকে ধরে আনতে পারলেনা! সে বেটা কি করতে কি ক'রে বসে! বুঝি গোল বাধালে! বুঝি সব মাটি করলে!

(প্রহরিগণ ও কঞ্চুকির প্রবেশ)

কইরে! তোরা যে হুকুম না করতে করতে ছুটে গেলি, তা করলি কি?

১ম প্র। এই হুকুমতো তামিল করিয়েছে হুজুর! বেল্লিককে তো গ্রেপ্তার করকে আনলো!

মান। কই আনলি!

১ম প্র। এই কুঞ্চুকি ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া।

মান। কঞ্চুকি ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া কিরে!

১ম প্র। বড়া বেল্লিক বন্ গিয়া, বুড়া আদমি হোকে ছোট ছোট ছুঁড়িকো সাথ্ কেজিয়া কিয়া। ইসিকো ওয়াস্তে উনকো পাকাড়কে লে আয়া।

কঞ্চুকি। কি অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিয়েছেন দেওয়ানজী?

মান। ছেড়েদে, আহাম্মোক বেটারা ছেড়েদে।

১ম প্র। কুঞ্চুকি মশা কি বেল্লিক নেই আছে হুজুর!

মান। আরে দূর আহাম্মোক, আগে ছেড়ে দে!

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। কি হয়েছে কি হয়েছে দেওয়ান?

১ম প্র। এৎনা বড়া বড়া ছুঁড়ী—বড়া কেজিয়া কিয়া।

শিব। কি হ'ল কি হ'ল।

মান। কি হ'ল এই দেখুন না। আপনি মনে করেন, আমি পাঁচটা বাঁদর নাচিয়ে আমোদ করি, তাতে কি বিভ্রাট ঘটে দেখুন। অভেকে ধরতে এই ক'বেটা আহাম্মোককে পাঠালুম, বেটারা কঞ্চুকি মহাশয়কে ধরে এনে হাজির করলে।

কঞ্চুকি। ওদের দোষ নেই—এসব অভিরামের দুষ্টুমি। সেই ওদের কি বুঝিয়ে দিলে, ওরা আমাকে পাকড়াও করলে।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম কেয়া! হামলোককো ঠকাইকে দে দিয়া। কেয়া!

সকলে। কেয়া!

১ম প্র। ফিন্ চলো ভাই! অভিরামকো কান পাকড়কে হুজুরকো পাশ হাজির করগে—চলো!

মান। আর হাজির করতে হবেনা বীরপুরুষ! যে যার ডেরায় যাও—আর সিদ্ধি পাকাও। ভাঙ খেয়ে খেয়ে বেটারা একেবারে বুদ্ধি বুজিয়ে ফেলেছে। যত অকর্ম্মণ্য লোক নিয়েই মহারাজের রাজত্ব। যাও – আভি চলা যাও।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম! হামলোগকো ঠকাইকে দিয়া -- কেয়া।

(প্রহরিগণের প্রস্থান)

শিব। বাঃ। অভিরাম বা!

মান। যে আনন্দ আপনার, আর একটা মেয়ে থাকলে তাকেও দান করতেন দেখছি যে।

শিব। ঠিক বলেছ - থাকলে নিশ্চয় দিতুম।

মান। অভিরামকে কোথায় দেখলেন?

কঞ্চুকি। কতকগুলো বেদেনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেত দেখলুম। সেগুলি এমন ক'রে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে যে স্নান ক'রে আসবার পথই পাইনা!

মান। কি মহারাজ! আপনার অভিরাম বেদেনীর ভেতর থেকে আপনার পুত্রবধূ বেছে আনছে নাকি?

শিব। আরে ভাই, কি করে দেখইনা।

কঞ্চুকি। বটে! মহারাজ কি তাকে পুত্রবধূ আনতে আদেশ করেছেন! তাই বুঝি সে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করছে! তাই বুঝি—বেটাদের পথ ছাড়তে বললে তেড়ে মারতে আসে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

মান। ও মহারাজ! ওকি শুনি?

শিব। (স্বগত) তাইত অভিরাম সত্য সত্যই কি একটা বেদেনীই ধ'রে আনবে নাকি !

(অভিরাম, বরুণা ও গীত গাহিতে গাহিতে বেদেনীগণের প্রবেশ)

গীত।

(বঁধু) নাগাল আর পেলেমরে তোর কই।
মরম ছিঁড়ে নিলি যদি কেন করলিনিকো জল সই ॥
কখন এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ,
কোন ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনো পাখীর প্রাণ।
আঁধারের ঝোপে পাখী ছিল ঘুমের ঘোরে,
চোরের মতন লুকিয়ে এলি পালিয়ে গেলি ভোরে।
কোন পথে পালালি বঁধু নিশানা নাইকো কিছু তার।
গেলি গেলি ফেললি কেন গলার সোনার হার ॥

বঁধু নাগাল

কঞ্চুকি। হাঁ হাঁ—ছুঁবি ছুঁবি, ছুঁয়ে ফেলবি, ছুঁয়ে ফেলবি। আরে রাম রাম! সকাল বেলায় একি বিপদ!

মান। তোরা এখানে কি মনে করে এসেছিস্?

অভি। এই মহারাজ! প্রণাম কর্, এই দেওয়ান—রাজ্যের মান—ওঁকে ভাল ক'রে প্রণাম কর্—আর এই যে দেখছিস্—ইনি কঞ্চুকি, এ রাজ্যের বাদ বাকী—ব্রাহ্মণ—এর আশীর্ব্বাদে রাজ্য হয়, রাজলক্ষ্মী হয়, রাজপুত্র হয়, কি না হয়,—একে কেবল ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে প্রণাম কর্।

কঞ্চুকি। হাঁ হাঁ—ছুঁয়ে ফেলবি, ছুঁয়ে ফেলবি।

অভি। আরে বেদেনী! শ্রীচরণপঙ্কজ—ব্রাহ্মণের পদরজঃ—

(বরুণা প্রভৃতি সমস্ত বেদেনীগণের কঞ্চুকির পাদস্পর্শ)

কঞ্চুকি। গেল—গেল গেল—সবমাটী করলে, আবার আমাকে স্নান করিয়ে তবে ছাড়লে। দুর্গা দুর্গা--(প্রস্থান)

অভি। এই বারে দেওয়ানজী—চেপেধর্ পা চেপেধর্।

মান। পা ধরতে হবে না—কি চাও ওইখান থেকেই বল।

অভি। হাঁ হাঁ—উনি তুষ্ট হ'লে রাজা তুষ্ট—রাজ্য তুষ্ট—জগৎ তুষ্ট। আর এই মহারাজ—মর্ত্তের দেবতা, সত্যের অবতার।

মান। হয়েছে—কিজন্য এসেছো বল।

বরুণা। রাজার বউ হ'তে এসেছি।

মান। কি মহারাজ?

শিব। একটু গোলমাল হয়ে গেছে এইবারে একটু ভাবিয়েছে। তুমি একটা মীমাংসা কর!

[শিববর্ম্মার প্রস্থান।

মান। তোকে কিছু দিচ্ছি, নিয়ে চলে যা।

বরুণা। কি দিবি?

মান। কি পেলে খুসী হ'স বল্।

বরুণা। হামিত সোয়ামী পেলে খুসী হই।

মান। তোর সোয়ামী কি আর রাজার ঘরে পাওয়া যায়। কিছু টাকা দিচ্ছি নিয়ে যা।

বরুণা। হামি টাকা লিবো না—হামি সোয়ামী লিবো।

মান। তোদের সকলকেই আমি টাকা দিচ্ছি।

বেদেনীগণ। হামরা লিবো না।

মান। তাহলেত বিপদ দেখছি! অভিরাম তুমি আমার সুমুখ থেকে চলে যাও—রাজাও যদি তোমাকে ক্ষমা করেন,

তথাপি আমি করবোনা। আর যদি মুহূর্ত্তসময় এখানে থাক, তাহ'লে তোমাকে হত্যা করবো।

অভি। যে আজ্ঞে আমি এখনি যাচ্ছি।

মান। দেখ্ বেদেনী! ও বেটা চাকর পাগল—ও যা তোকে বলেছে তা শুনিস্‌নি। ওর কথার কোন মূল্য নেই। তবে রাজার নাম ক'রে যখন এসেছিস্, তখন কিছু কিছু অর্থ দিচ্ছি, নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যা।

বরুণা। সোয়ামী দিবি না?

মান। দূর পাগলী! রাজার বাড়ির কে তোর সোয়ামী হবে!

১ম বে। কেন রাজপুত্তুর সোয়ামী হবেরে। সোয়ামী ব'লেইত নিয়ে আইচে।

মান। সকলকে এক একটা সোয়ামী দিতে হবে নাকি?

১ম বে। সবার কেনরে! রাজপুত্তুর দিব বইল হাম্মাদের রাণীকে আনছিস্—ন্যাকা হইছিস নাকি!

মান। টাকা দিচ্ছি, কাপড় দিচ্ছি, গহনা দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ঘর দিচ্ছি বাড়ী দিচ্ছি।

বরুণা! হামি লিব নি।

মান। ভাল, একটা তালুক দিচ্ছি। আজন্ম তোদের আর কষ্ট না হয়, তা করে দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। মহারাজ!

(শিববর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ)

শিব। কি দেওয়ান!

মান। আপনি নিজে এ বালিকাকে বিদায় করুন।

শিব। তুমি পারলে না?

মান। না মহারাজ, আমি পারলুম না। আমার যা দেবার অধিকার তা দিতে চেয়েছি—আর আমার ক্ষমতায় নেই।

শিব। কি মা, কিছু পুরস্কার নিয়ে আমাকে রেহাই দেবে কি?

বরুণা। কি দিবি রাজা?

শিব। অর্থ, অলঙ্কার, বাস গৃহ, ভরণ পোষণের জন্য বিষয় সম্পত্তি?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। জমিদারী?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। আমার রাজ্য?

বরুণা। না রাজা, আমি রাজ্য লিবনি, আমি সোয়ামী লিব।

শিব। দেওয়ান! পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। কি সর্ব্বনাশ করলেন মহারাজ?

শিব। কিছু নয়, তুমি পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। আপনার ভ্রমে তার যে এই অযথা দুর্ভাগ্য হবে, তা আমি কেমন ক'রে হ'তে দেব মহারাজ!

শিব। তবে কি আমি সত্যে পতিত হব?

মান। যে বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, তাই নিয়ে সত্য করা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ নরেশের কর্ত্তব্য হয় নি।

শিব। পুত্রের উপর পিতার অধিকার নাই?

মান। পুত্রের দেহের উপর পর্য্যন্ত আপনার অধিকার তাকে বন্দী করতে পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু তার জাতি ধর্ম্মের উপর আপনার অধিকার নেই।

শিব। তোমার উপর আদেশ করবার ত আমার অধিকার আছে?

মান। সহস্রবার আছে।

শিব। তাহ'লে আমার পুত্রকে নিয়ে এস।

[মানবেন্দ্রের প্রস্থান।

শিব। হাঁমা! পুত্র যদি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে? তোমাকে বিবাহ করতে না চায়?

বরুণা। তাহ'লে চলিয়ে যাবো রাজা!

শিব। তাহ'লে কি আমার দত্ত ধন ঐশ্বর্য্য কিছু নেবেনা?

বরুণা। আমি বেদের বিটী, ধন লিয়ে কি করব রাজা! আমার হরিণ ভেড়া আমার ঘরের হাঁড়িয়া খায়, তারাতো টাকা খাবেক্ নি।

শিব। হুঁ—আমি এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ কাকে বলে জানিনা। আজ আবাহন করে বিপদ এনেছি। হে শঙ্কর! আমার মতি স্থির রাখতে সহায় হও।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কই পিতা! আমাদের নাকি বউ এসেছে—ওমা

একিগো! এই বউ নাকি! এটা যে বেদিনা—মাথায় মাংসের পশরা! রাম রাম—কি গন্ধ!

শিব। কিন্তু আমিই ওকে পুত্রবধূ করবো ব'লে আবাহন করে এনেছি।

মাধবী। তাহ'লে বউ, একটু তফাৎ দাঁড়া ভাই—এইখান থেকে একটা গড় করি।

শিব। ভক্তিও করতে হবে, আবার ঘৃণাও দেখাতে হবে?

মাধবী। কি করবো বাবা! একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে বেদেনী। গুরুজনকে ভক্তি করছি, তাব'লে বেদেনীকেত ছুঁতে পারবো না!

(মানবেন্দ্র ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। (স্বগত) একি! একে! এ কুহকিনী এস্থান পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছে!

মান। এই মহারাজ আপনার পুত্রকে এনেছি।

শিব। দেওয়ান! পুণ্ডরীককে আগে সমস্ত ঘটনা ভেঙ্গে বল, যাতে আমার অবস্থাটা ও বুঝতে পারে।

মান। পথে আসতে আসতে সমস্ত বলেছি মহারাজ!

শিব। কি পুণ্ডরীক, আমার সত্য রক্ষা করতে পার?

পুণ্ড। পারিনা মহারাজ!

শিব। পার না?

পুণ্ড। পারতুম, যদি আমি নিজে না সত্য করতুম।

শিব। তুমি কি সত্য করেছ?

পুণ্ড। সে ওই কিরাত নন্দিনীকেই জিজ্ঞাসা করুন।

শিব। সেকি! এর পূর্ব্বে ওর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

মাধবী। দাদাকি ওরই গান শুনে এমন হয়ে এসেছেন?

পুণ্ড। গান ওর নয়—গান এক রাজকন্যার।

বরুণা। হামার সঙ্গে তোঁর বেটার বিয়ে হয়েছে রাজা!

পুণ্ড। মহারাজ! আমি রাজকন্যা ভ্রমে ওর হাত ধরেছিলুম।

বরুণা। তুই না বিয়ে করলে, হামাকেত্ আর জাতে লিবে না।

শিব। দেওয়ান! এবারে আমি নিশ্চিন্ত—কর্ত্তব্য স্থির করবার ভার এবারে তোমার।

মান। তা যদি করে থাকেন রাজকুমার, তাহ'লে এই কিরাত নন্দিনীকে আপনি বিবাহ করুন। প্রজার ধর্ম্মরক্ষা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পুণ্ড। তার পর কি কথা হয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

মান। আপনিই বলুন।

পুণ্ড। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ওকে পত্নীত্বে গ্রহণ করতে পারি।

শিব। এখনি তুমি ওকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কর।

পুণ্ড। আগে মৃত্যু দিন।

শিব। বেশ, জল্লাদ!

মান। ক্রোধ করবেন না মহারাজ!

শিব। জল্লাদ! এই অপরাধীকে মশানে নিয়ে যাও।

(জল্লাদের প্রবেশ)

বরুণা। আচ্ছা এক বরষ সময় লে রাজা! এই এক

বরষের ভিতর ওর যদি মনের মতন বহু মিলে ত হামি ওকে ছাড়িয়ে দিব।

মান। আর যদি না মেলে?

বরুণা। তাহ'লে তোরা বিচার করবি। রাজা আছিস্, শুধু কি আমোদ করতে আছিস্, বিচার করবি না? হামি এক বরষ পরে আবার আসবো! নে চল্ বহিন্ ঘরকে চল্।

শিব। দাঁড়াও কিরাতনন্দিনী।

পুণ্ড। বেশ, মহারাজ! এক বৎসরের জন্য আমাকে দেশভ্রমণের অনুমতি দিন।

শিব। তোমার ফিরে আসবার জন্য দায়ী হবে কে?

মান। আমার শির দায়ী।

শিব। বেশ এক বৎসরের জন্য আমি তোমাকে সময় দিলুম। যে দেশেই যাও, যতদূরেই যাও, পর বৎসর ঠিক এমনি দিনে এমনি সময়ে এখানে ফিরে আসবে। যদি এই সময়ের এক মুহূর্ত্ত পরেও এসে উপস্থিত হও, তাহ'লেও তোমার হিতৈষী এই সাধুকে প্রাণ দিতে হবে।

বরুণা। বেশ রাজা, আমি এক বরষ পরে তোকে গড় করতে আসবো। সোয়ামী পাই থাকবো, না পাই তোকে খোলসা দিয়ে উধাও হইয়ে চলিয়ে যাবো (মাধবীর প্রতি) বহু ত হইলেম না বহিন্, তবে তোর গড় ফিরিয়ে লে।

[বরুণা, মাধবী ও বেদেনীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধবী। কি বউ নমস্কার ফিরিয়ে দিলি যে?

বরুণা। বহু হলেম না যে বহিন্!

মাধবী। নে ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। শাশুড়ী আছি, ভাল কথা কোথায় শিখবো।

মাধবী। ন্যাকামি করিস নি—ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। তোর ভাইত আমাকে নিলেনা ভাই।

মাধবী। ভাই আমার কোথা গেল?

বরুণা। রাজ কন্যা খুঁজতে।

মাধবী। চোকের সামনে নিধি ভাসছে, সে তা ফেলে সাগরে ডুব দিতে গেল!

বরুণা। দেখনা কি আনে!

মাধবী। আনবে কানা ঝিনুক। (নেপথ্যে—মাধবী!) এক বছর পরে আসছিস্ত?

বরুণা। আমার কি আর ঠাঁই আছে (নেপথ্যে—মাধবী!)

মাধবী। বেশ, তোকে তিনটে নমস্কার।

[প্রস্থান।

গীত।

দেখে আয়রে তোর কোথায় আপন আছে।
মাথা খা ও চাঁদ চলেযা তোর চাঁদ বদনীর কাছে॥
এই কি ছিল মনে তোর,
(কেনে) নিঠুর হলি মনোচোর,
আমি বসে হাপিত্যেশে তুই করলি নিশি ভোর—
মই যদি তুই নিবি কেড়ে, তুললি কেন গাছে।
হাতে ধাঁশি কাল শশী ফিরলি কেন পাছে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সরোবর।

মাধবী।

মাধবী। বুঝি আমাকে দেখা দিতে সাহস করলে না। অমনি অমনি চলে গেল। দেখা পেলে একচোট তাকে নিতুম। একটা বেদেনী ধরে এনে তামাসা করার মজাটা সে টের পেতো। রাজার পুণ্যে বেদেনী কোন ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা, নইলে রহস্য করতে কি বিষম বিভ্রাটই সে বাধিয়েছিল। যখন পালিয়ে গেল, তখন আর কি করবো। মনের রাগ মনেই মিটিয়ে ফেলি। এমন মূর্খের মতন কাজ কেন সে করেছিল, জানতে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল। নাগর যখন পথ থেকেই পালালো, তখন জানা আর হ'লনা। না, না ওই আসছে না! ও যদি না আসতো তাহ'লে ওর সঙ্গে জীবনে আর কথা কইতুম না।

গীত।

ও আমার সাধের চন্দনা!
একটী ছুটী কাটতে বুলি, শেকল কেটে উড়ে গেলি, আদর সইল না।
এখনও তোর কচি পাখা, গলায় কাঁঠি দেয়নি দেখা,
রাধা বুলি আধা শেখা কানে ঠেকে না।
মাথায় ঠুকরে দেবে কাক, উড়তে খাবি ঘোরল পাক,
কার কানাচে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাবে ডানা।

এসে পড়ল, আর নয়, ভাল মানুষটীর মতন ঘাটে একটু বসি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। পুকুরটীর ধারে, শানটীর ওপর ব'সে, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ রাজকুমারী? হাঁস বেটা পদ্ম ফুল জলে ডুবেছে মনে করে ডুব দিয়ে দিয়ে যে মল!

মাধবী। আরে যাও, তুমি এমন সর্ব্বনেশে লোক! একটা রাজার কুল মজিয়ে দিলে!

অভি। কুলটো কি একেবারেই মজলো?

মাধবী। আমার বরাতে চাকর, আর দাদার বরাতে চাকরাণী। কুল যদি এতেও না মজে তাহ'লে আর কিসে মজবে।

অভি। তোমার বরাতে চাকর হতে পারে, কিন্তু তোমার দাদার বরাত খারাপ নয়।

মাধবী। কি করে বুঝলে?

অভি। তুমিই বলনা খারাপ কিনা!

মাধবী। দাদার বরাত আরও খারাপ। রাজার দান মনে করে, আমি যা তা পেয়ে এক রকম তুষ্ট হলুম, কিন্তু দাদাতো তুষ্ট হতে পারলেনা।

অভি। তুমিও কি ঠিক তুষ্ট হয়েছ মাধবী?

মাধবী। তোমার কি বোধ হয়?

অভি। যদি তুষ্ট হয়ে থাক, তাহলে ভাল করনি।

মাধবী। কেন?

অভি। জাতি গর্ব্ব রক্ষার জন্য তোমার ভাই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে চললো, আর তুমি আপনার দুরবস্থায় চুপ করে বসে রইলে!

মাধবী। আমাকে কি করতে বল?

অভি। রাজার কাছে গিয়ে তুমিও প্রতিবাদ কর।

মাধবী। এখন প্রতিবাদ করলে কি আর বিবাহ ফিরবে?

অভি। কেন, এখনও ত আমাদের বিবাহ হয়নি।

মাধবী। তল্পী বইলুম, বিয়ের আর বাকী রইল কি!

অভি। ওতে কি আর বিবাহ হ'ল, তুমি রাজার কাছে গিয়ে বল।

মাধবী। বলে দেখেছি।

অভি। রাজা কি বললেন?

মাধবী। তা আর শুনে কি করবে?

অভি। তবু শুনি।

মাধবী। এই বেদেনীকে আনাতে, রাজা তোমার ওপর মর্ম্মান্তিক কুপিত হয়েছেন।

অভি। কুপিত হয়েছেন?

মাধবী। তিনি বলেন তুমি ইচ্ছে করে তাকে বিপদে ফেলেছো। তিনি দেওয়ানের সঙ্গে রহস্য করে তোমায় পুত্র-বধূ আনতে বলেন, তুমি তাঁর সর্ব্বনাশ করতে, জেনে শুনে একটা ধাঙড়ী ধরে আনলে। রাজা বলেন, হয় তুমি গণ্ডমূর্খ, নয় তুমি বিশ্বাস ঘাতক।

অভি। তাহ'লে এই শুভাবকাশে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। তাইত ঘাটের ধারে বসে বসে ভাবছি, কিন্তু তন্নী যে ছাড়াতে পারছিনা।

অভি। তন্নীটে পুড়িয়ে ফেল মাধবী!

মাধবী। কেন, তোমার তাতে এত আগ্রহ হল কেন?

অভি। আমি আর তোমাদের এখানে থাকতে পারছিনা, অমন শিবতুল্য রাজার সর্ব্বনাশ করলুম!

মাধবী। তা করেছ! দাদা আর প্রাণে বাঁচছে না—কখন যে কষ্টের নাম জানে না, সে কি করে এক বৎসর পথে পথে ঘুরবে। আর যদিও কোনও ক্রমে বেঁচে আসে, এসেও ত বাঁচবে না। ভাই রাজা কি প্রাণ থাকতে বেদেনীকে বিবাহ করবে! তাহলে ভাইটা গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবার লোক গেল, মা শয্যাগত।

অভি। বেশ, মাধবী তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। রাজাও ওই ভাবের কথা বলছিলেন।

অভি। তবে আর বিলম্ব কর না! এখনি আমাকে বিদায় দাও।

মাধবী। এখনি?

অভি। আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। মাধবী! রাজকুমারের জীবনের আশা নেই, এখন তোমার যদি কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয়, তাহলেও রাজা একজন উত্তরাধিকারীর প্রত্যাশা করতে পারেন।

মাধবী। তাতো বুঝতে পারছি—কিন্তু ছাই তোমার তন্নী যে ভুলতে পারছি না।

অভি। না ভুললে চলবে না মাধবী—আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারবো না।

মাধবী। কোথায় যাবে?

অভি। আগে আমায় ত্যাগ কর।

মাধবী। যে ভারী তল্পী ঘাড়ে চাপিয়েছিলে, ব্যথা এখনও ম'ল না, আমি কেমন করে ভুলবো।

অভি। তুমি আমাকে বিপদে ফেললে মাধবী!

মাধবী। বল কোথায় যাবে!

অভি। রাজকুমারের সঙ্গে যাবো।

মাধবী। রাজকুমার ত এখন সাত সমুদ্র তের নদী পার।

অভি। তুমি যে আরও আমাকে তফাৎ করে দিচ্ছ!

মাধবী। তবে তুমিও বছর খানেক ঘুরে এস—ততদিনে যদি পিঠের ব্যথা মরে আর একটা রাজপুত্তুর জোটে, তখন দেখা যাবে।

অভি। আমি গেলে আর ফিরবো না।

মাধবী। সে তোমার ইচ্ছা।

অভি। ত্যাগ করবে না?

মাধবী। মূর্খ! একটা ধাঙ্গড়ী বেদেনী রাজ্য লোভেও স্বামী ত্যাগ করলে না, আর আমি রাজকন্যা হয়ে তাই করব!

অভি। তবে এক বছরের মত ছুটী দাও।

মাধবী। যেতে ইচ্ছা করেছ, আমি নিষেধ করবো না। তবে একবার যাবার সময় রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও। তা না করলে যে অকৃতজ্ঞতা হবে।

অভি। কোন মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো!

মাধবী। কেন এই আধা মলিন চাঁদমুখে।

অভি। এই যে বললে রাজা আমার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়েছেন!

মাধবী। কেন, কি অপরাধে!

অভি। আরে এই যে বললে!

মাধবী। মিথ্যে বলতে নেই?

অভি। যা বললে সব মিথ্যা?

মাধবী। সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অভি। সর্ব্বৈব মিথ্যা?

মাধবী। সর্ব্বৈব মিথ্যা, ঋষি তুল্য রাজা কখন কি কারও ওপর রাগ করেছেন, তা তুমি ত আমার স্বামী, নিজে হাতে করে তিনি আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন। যদি তোমা হতে রাজ্যও যায়, তথাপি তোমার ওপর কি রাগ করবার তাঁর যো আছে!

অভি। বল কি!

মাধবী। আমি তোমাকে রহস্য করছিলুম। দেখলুম রহস্যের বেগ তুমি কতটা সইতে পার! দেখলুম, তুমি দেশশুদ্ধ লোককে রহস্য করে বেড়াও, কিন্তু নিজে এক ছটাক রহস্যেরও বেগ সামলাতে পার না।

অভি। হার মানলুম মাধবী! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, করুণাময় রাজা একটা দরিদ্র ভৃত্যকে এমন রত্ন দান করেছেন যে, রাজ্যেশ্বরের ভাগ্যেও তা কখন ঘটে কিনা সন্দেহ।

মাধবী। থাক্ আর বেশী সুখ্যাতি করতে হবে না,

পুকুরটার ধারে বসে আছি, আহ্লাদের ধাক্কায় শেষে কি টাল খেয়ে অগম জলে ডুবে মরব !

অভি। বেছে বেছে এখানটীতে এসে বসলে কেন ?

মাধবী। কেন আর তোমাকে কি বলব। একটা বেদেনী কোথা থেকে ধরে আনলে, তাকে ছুঁয়ে ফেলেছি, এখন চান না করেও থাকতে পারছি না, চানও করতে পারছি না। বেদেনী ছুঁয়েছি, চান না করে কি করে ঘরে ঢুকি, আবার এ দিকে গুরুজন, ছুঁয়ে চানইবা করি কি করে। আচ্ছা, বেছে বেছে তুমি একটা বেদেনী ধরে আনলে কি করে ! সারা সহরের পথে আর কি কোন জাত মিললো না ?

অভি। রাজার পুণ্যের পরীক্ষা করতে এনেছি। ইচ্ছা করে খুঁজে বেদেনী এনেছি।

মাধবী। কি রকম ?

অভি। শাস্ত্রে বলে সত্যের জয় সর্ব্বত্র।

মাধবী। ওমা প্রভুর আমার শাস্ত্র জ্ঞানও আছে !

অভি। আছে বই কি মাধবী ! দেখলুম রাজা করুণাময় সত্যাশ্রয়ী। যাতে মানবে ঈশ্বরত্ব রাজা সেই সম্পত্তির অধিকারী। তাই পরীক্ষা করতে বেদেনী ধরে এনেছি, সত্যপালক যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদা রাখতে অস্পৃশ্য কুক্কুর যদি ধর্ম্মমূর্ত্তি ধরতে পারে, তাহলে সত্যনিষ্ঠ রাজার মর্য্যাদা রাখতে একটা বেদেনী কি রাজনন্দিনী হতে পারে না ? সত্যব্রত রাজার ধর্ম্ম কে নষ্ট করতে পারে মাধবী !

মাধবী। চাষার কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দ্দশাই হয় বটে !

অভি। আচ্ছা দেখে নিও।

মাধবী। বেদের মেয়ে রাজনন্দিনী হয়ে যাবে!

অভি। হওয়াত উচিত।

মাধবী। এ বিশ্বাস তোমার আছে?

অভি। সেই বিশ্বাসেই আমি একটা বনবিহঙ্গিণী ধরে এনেছি। সেই বিশ্বাস এখনও অটুট আছে বলে আমি রাজকুমারের অনুসরণ করতে চলেছি।

মাধবী। তার অনুসরণ করবে কেন?

অভি। তাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবার চেষ্টা করব। আর যদি কোন রাজকন্যার মোহে আবদ্ধ হতে চায় ত প্রাণপণে তার বিবাহে বাধা দেবো।

মাধবী। তাহলে এখনি যাও, আর কালবিলম্ব কর না।

অভি। একেবারে হঠাৎ পেস্তোরার তাড়া—ব্যাপার কি বল দেখি!

মাধবী। দাদা যদি এই বেদেনী ছেড়ে, আর কোন রাজকন্যা বিয়ে করে তাহলে তার মতন ভাগ্যহীন আর নেই।

অভি। আবার রহস্য করছ নাকি?

মাধবী। এমন রত্ন সে ত্রিভুবন সন্ধান করলেও খুঁজে পাবে না।

অভি। বল কি!

মাধবী। বলছি যাওনা দৃষ্টিহীন ভাই, শেষকালে কি একটা কূপে পড়ে প্রাণ হারাবে!

অভি। বেশ চললুম।

মাধবী। দাদা যে গানটা শুনে পাগল হয়েছে, সেটা তোমার মনে আছে?

অভি। যতটা শুনেছি মনে আছে।

মাধবী। দাদা পাগল হয়ে এলো, আর তুমি কিছু হলে না ?

অভি। পাগল হওয়াটা কি তোমার পছন্দ নাকি ?

মাধবী। অমন গান শুনে যে পাগল না হয়, সে কি রকম প্রেমিক আমি বুঝতে পারছি না।

অভি। তোমার কথার ঝঙ্কার যে আমার কর্ণরন্ধ্র আগে থাকতেই রোধ করে বসেছিল, সে গান স্থানই পেলে না তা করবে কি !

মাধবী। বেশ, তবে যাও—গানটা মনে করতে করতে যাও—কাজে লাগবে।

অভি। তবে বিদায় !

মাধবী। তোমার ইচ্ছা !

দ্বৈত গীত।

অভি। তুমি ছাতার পুষে বল চন্নরা।
দেখছি তোমার প্রাণ সখি ! রত্ন চেনা হল না।

মাধবী। নাহক তাতে ক্ষতি কি, আমি লাখ টাকাতে ঝুটো কিনেছি।

অভি। মনে কর হারিয়ে গিয়েছি,

মাধবী। হারায় যদি কেউ ছোঁবেনা আমার ঘরের সোনা।

অভি। তবে ছুঁড়ে দাও ফেলে,

মাধবী। আরো বাঁধছি আঁচলে,

উভয়ে। তবে বাঁধা বাঁধি চল চলে যে যার কাছে হারমানা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবালয় দ্বার।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। তাইত বেদের বনের চারদিকে একমাস ধ'রে সন্ধান করলুম, কেউ কোন খবর দিতে পারলে না। বনের ভেতর এত বড় একটা বাগান রচনা হল, কত কারিকর কতদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছে তার ঠিক কি, আমি তার একটাকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না। খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়লুম। বেদেনী বলেছে এক রাজকন্যার কাছে সে গান শিখেছে, এক রাজকন্যা দিয়ে বাগান রচিত হয়েছে। বেদেনী মিথ্যা বলেনি, মিথ্যা বলবার তার প্রয়োজন কি? সে যদি বলত এ গান আমি গেয়েছি, এ বাগান আমি রচনা করেছি, তাকে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না, আমাকে পাবার লোভে সে অনায়াসে বলতে পারত, কিন্তু সে তা বল্লেনা। রাজকন্যা – কোথায় সে রাজকন্যা? সে কোন ভাগ্যবান রাজার দুহিতা? সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে, তথাপি তার অট্টালিকার দ্বারী হয়ে আমি সারাটী জীবন কাটিয়ে দিতে পারি? এ'গান বেদেনী কোথায় পাবে, এ গান বেদেনী কেমন করে বুঝবে, পূর্ণ শশধরের নাম নিয়ে প্রেমের নিগূঢ়তত্ত্ব বেদেনীর বোঝবার সাধ্য কি? (নেপথ্যে—সঙ্গীত)

পুণ্ড। এই যে, এই যে! প্রেমরাণী! আর তুমি আমাকে লুকুতে পারছ না, এতদিন পরে আমি সুধা-প্রস্রবিনীর মূলের সন্ধান পেয়েছি। এইবারে মন বলছে তোমায় ধরেছি, এ

অপূর্ব্ব প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকায় একটা বন্য বেদেনী কথন বাস করতে পারেনা।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কেহে বাপু তুমি ?

পুণ্ড। তুমি কে ?

আনন্দ। আমি যে হই না, সে খবরে তোমার দরকার কি ? তুমি আগে আপনার পরিচয় দাও।

পুণ্ড। যদি না দি ?

আনন্দ। তোমাকে ধরে বেঁধে মহান্ত মহারাজের কাছে নিয়ে যাব।

পুণ্ড। কে মহান্ত ?

আনন্দ। তাইত তুমি বেঙ্কটেশ্বরের রাজ্যে এসে মহান্ত মহারাজ কে তা জান না! তুমি আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছ! কে তুমি শিগ্‌গির বল।

পুণ্ড। তাহলে কেবল কথা কাটাকাটিই হোক, কেউ কার' আর পরিচয় নেওয়া হয় না।

আনন্দ। তুমি এখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছিলে কি ?

পুণ্ড। অট্টালিকা প্রবেশের পথ দেখছিলুম।

আনন্দ। এমন ক্ষমতাবান কেউ নেই, আজ এই অট্টালিকার দ্বারে মাথা গলাতে পারে।

পুণ্ড। কেউ নেই ? (এক হস্তে পথিককে ধারণ) হৃত ভাগ্য এ পুরী প্রবেশের পথ দেখা,—যদি না দেখাস্‌ এখুনি তোকে হত্যা করব।

আনন্দ। অসম সাহসী যুবক! কে তুমি? মৃত্যু-ভয়হীন! বুঝতে পাচ্ছি তুমি প্রেমোন্মত্ত, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে পরিচয় দাও। আমিই বেঙ্কটেশ্বরের পূজক, মহান্ত আনন্দগিরি।

পুণ্ড। (প্রণাম করিয়া) তবে আপনার এবেশ কেন প্রভু?

আনন্দ। আজ বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে ভারতের যত কুমারী রাজকন্যা মনোমত পতিলাভের বর প্রার্থনায় পূজা করতে আসে, সুতরাং অট্টালিকার দ্বার দেশে চিরপ্রথা অনুসারে, আমাকেই প্রহরীর কার্য্য করতে হয়। আজ মন্দির মধ্যে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই।

পুণ্ড। আমি কঙ্কনের রাজপুত্র?

আনন্দ। রাজপুত্র তা অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি? কিন্তু কোন্ রাজকন্যা তোমার প্রণয়িনী?

পুণ্ড। তা জানি না।

আনন্দ। তাকে দেখেছ?

পুণ্ড। কখন দেখিনি।

আনন্দ। তবে তুমি কারে দেখতে এসেছ?

পুণ্ড। তা কেমন করে বলব?

আনন্দ। তুমি সত্যব্রত রাজা শিববর্ম্মার পুত্র, যে সত্য-পালক তাকে আমি বেঙ্কটেশ্বর হ'তে ভিন্ন দেখি না, তার পুত্র হয়ে ছলনা শিক্ষা করেছ কেন?

পুণ্ড। দোহাই প্রভু, ছলনা করিনি। আমি তাকে কখন দেখিনি, কে সে জানি না, তথাপি আমি তার জন্য উন্মত্ত হয়েছি।

আনন্দ। এ ত অদ্ভুত রহস্য? তার কি কোন চিহ্ন দেখেছ?

পুণ্ড। প্রথম চিহ্ন তার স্বহস্ত রচিত উদ্যান, দ্বিতীয় চিহ্ন, তার রচিত অপূর্ব্ব প্রেমাভিব্যক্তিপূর্ণ গান।

আনন্দ। তাই শুনেই তুমি পাগল হয়েছ? সে বাগান সে গান যদি কোন রাজকন্যার না হয়?

পুণ্ড। না প্রভু, ঘন অরণ্যানী মধ্যে সে অপূর্ব্ব উদ্যান কোন চিত্রকরী রাজনন্দিনী ভিন্ন অন্যে কেউ আঁকতে পারে না।

আনন্দ। চিত্রকরের আঁকতে দোষ কি?

পুণ্ড। এই মাত্র আমি সে কোকিল কণ্ঠীর সঙ্গীত শুনেছি।

আনন্দ। তুমি ওই দেউড়িতে গিয়ে অবস্থান কর,—আমি রাজকন্যাদের মত গ্রহণ করি, তারা যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

[পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

আনন্দ। মন্দকি, এ এক রকম বিপরীত স্বয়ংবর, স্বয়ংবর সভায় চিরপ্রথা অনুসারে রাজকন্যা, অসংখ্য রাজপুত্রের মধ্যে আপনার পাত্র মনোনীত করে নেয়, এ না হয় রাজপুত্র রাজকন্যা গণের মধ্যে আপনার পাত্রী মনোনীত করে নেবে।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এই খানটাই এসে ফসকে গেছে। আর যখন ধরে ফেলেছি, তখন যাবে কোথায়?

আনন্দ। তুমি আবার কে?

অভি। (স্বগত) যখন আবার শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে, তখন রাজকুমারেরও সন্ধান মিলেছে। আজ্ঞে মহান্ত মহারাজ! আমি আর এক পাগল।

আনন্দ। তুমি আমাকে চিনলে কি করে? তুমিত আর কখন আমাকে দেখনি?

অভি। আজ্ঞে সামান্য প্রহরীর বেশ ধরেও আপনি ত্রিপুণ্ড্রত লুকুতে পারেন নি—শিবনেত্র দু'টীত ঢাকতে পারেন নি!

আনন্দ। তুমিত পাগল নও—কে তুমি?

অভি। আজ্ঞে আমি প্রথম পাগলের ভৃত্য।

আনন্দ। মিথ্যা কথা, ঠীক বল।

অভি। আজ্ঞে তবে বন্ধু।

আনন্দ। কোন্ দেশের রাজপুত্র?

অভি। আজ্ঞে হিজি বিজি দেশের।

আনন্দ। হিজি বিজি বলে কি দেশ আছে?

অভি। আজ্ঞে দেশটি অদৃষ্ট থেকে মুছে গেছে কি না—তাই আমার চক্ষে সেটা অস্পষ্ট হিজি বিজি দেখাচ্ছে।

আনন্দ। অদৃষ্টে সুন্দর দেশ দেখতে পাচ্ছি—গোপন করছ কেন?

অভি। আজ্ঞে তবে কেরলের।

আনন্দ। তুমি কি করতে এসেছ?

অভি। বন্ধুকে ফেরাতে এসেছি।

আনন্দ। বন্ধুতো প্রণয়িনী না পেলে ফিরবে না।

অভি। তার কি প্রণয়িনী আছে? সে একটা গান শুনে ক্ষেপে গেছে।

আনন্দ। তবে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আজ এই দেব মন্দিরে বহু রাজকন্যা সমবেত হয়েছে—আমি তোমার বন্ধুকে তাদের দেখাব।

অভি। প্রভু! তৎপূর্ব্বে যদি আমাকে একবার দেখবার অনুমতি দেন।

আনন্দ। কেন?

অভি। তাহ'লে বন্ধুকে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফেরাতে পারি।

আনন্দ। বেশ, চল। তোমাকেই আগে দেখিয়ে আনি।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাটমন্দির।

জটাবতী ও অন্যান্য রাজকন্যাগণ।

গীত।

আমরা পরী রাজকুমারী করেছি স্বয়ংবরের আয়োজন।
ফুল ফুটেছে সব মিলেছে অলির সুধু অনাটন।
বাপ আমাদের দিগ্‌ বিজয়ী বড় বড় বীর,
মারতে মশা কামান পাতে ছোট ব'লে ছোঁয়না তারা তীর—
কাজেই সেটা নিজেই নিচ্ছি নয়ন কোণে ছুড়ে দিচ্ছি
ওৎটি মেরে বসে আছি বাঁকিয়ে ভুরু শরাসন।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। রাজকন্যা ঠাকরুণ! প্রণাম হই।

জটা। কে তুই?

সকলে। ওমা তাইত এ কেগো!

অভি। আজ্ঞে আমি অভে!

জটা। অভে কে ?

অভি। আজ্ঞে রাজকন্যার ভৃত্য।

জটা। কোন রাজকন্যার ?

অভি। আজ্ঞে তাকেইত খুঁজছি।

জটা। তার নাম কি ?

অভি। সেই জানবারইত চেষ্টা করছি।

জটা। নাম জানবার চেষ্টা করছিস কি !

অভি। আজ্ঞে না জানলে কি করবো।

জটা। কোন দেশের তা জানিস্ ?

অভি। কই মনে করতে পারছি না !

জটা। পাজী ! জুয়াচোর তোর সব মিথ্যা কথা।

অভি। তাইত ! সব মিথ্যেইত।

সকলে। ওমা তাহ'লে এ কে লো ?

জটা। তুই পুরুষ মানুষ এখানে কেন এসেছিস্ ? এখনি তোর মুণ্ডচ্ছেদ হবে।

অভি। তাহ'লে তুমিই বটে।

জটা। আমি, আমি--কি—আমি কি ?

অভি। আমি চেঁচিয়ে বলি, আর একটা হট্টগোল হয়ে যাক। আমি ত আর বাসুকি নই যে হাজার মাথা—সবাই পড়ে মুণ্ডচ্ছেদ করলেও, এক আধটা ঝড়তি পড়তি বাদ থাকবে—এ একটী মাথায় সবার মন জোগাতে পারবো কেন। শুনতে চাওত চুপি চুপি বলতে পারি।

জটা। কি বল্, শিগ্‌গির বল্—

অভি। অনেক কথা—শিগ্‌গির বল্‌তে পারবো না।

তোমরা একটু আড়ালে যেতে পার। এই রাজকন্যার সঙ্গে গোপনে আমার একটা কথা আছে।

২য় ক। গোপনে কথা কইতে চাস্‌ত নিকুঞ্জে নিয়ে যা। এটা ওর আপনার জায়গা নয়।

সকলে। যেতে হয়, তোরা যা—আমরা এই পা' চারি করতে লাগলুম।

অভি। ওগো তা হলে কাণটা এগিয়ে দাও—এরি মধ্যে সবার মনে ঈর্ষা জেগেছে। (কিস্কিন্ধ্যা রাজকুমারীর কর্ণে কথনের ইঙ্গিতাভিনয়)

৩য় কন্যা। ওরা কি করছে ভাই?

২য় ক। চুপ কর্ না—কি করে দেখ্ না। আমরাও কি ছাড়বো—বেটার ঘাড় ধরে কথা বার করে নেবো।

৩য়, কন্যা। বোধ হয়, কোন বরের কথা কইছে।

সকলে। (পরস্পরে ইঙ্গিতাভিনয়)

জটা। ঠিক হয়েছে।

অভি। কেমন?

জটা। তোকে আমি মতির হার বকৃসিস দেবো।

অভি তোমার নাম কি বলবো?

জটা। জটাবতী?

অভি ঠিক হয়েছে—তাহ'লে জটাই বললেও চলবে?

জটা। খুব চলবে—বাপ্ আমার আদর ক'রে ওই নামেই ডাকে।

অভি বাড়ী?

জটা। কিস্কিন্ধ্যা।

অভি। রাজার নাম?

জটা। গয়গবাক্ষ।

অভি। ঠিক হয়েছে? গয়গবাক্ষ রাজার কন্যা জটাই—কিস্কিন্ধ্যা—যাও যাও, তাহ'লে আর দেরি ক'রনা।

জটা। আমি এখনি যাচ্ছি। তোমরা পৌঁছিতে না পৌঁছিতে যাচ্ছি।

অভি। সুরটো তাহ'লে ভাল কালোয়াত দিয়ে ঠিক ক'রে নিও।

জটা। সে আর তোমাকে বলতে হবে কেন। বাবার সভায় বড় বড় ওস্তাদ আছে।

অভি। বস্, তাহলে এখনি।

জটা। কি আর একবার বলে দাওতো।

অভি। শত প্রেমিকার।

জটা। শত প্রেমিকার।

অভি। প্রাণের কামনা।

জটা। প্রাণের কামনা—বস্ আর বলতে হবে না।

[প্রস্থান।

অভি। ওগো রাজকন্যারা—নমস্কার। আমি তোমাদের যখন চক্ষুশূল, তখন চললুম।

২য়, ক। সে কি! কোথায় যাবি—আমাদের না বললে তোকে যেতে দেবে কে?

সকলে। কি বল্লি বল্।

অভি। ও একটা উটকো বরের কথা।

সকলে। বর বর! কোথায় রে, কোথায় আছে?

২য়, ক। আরে গেল এগিয়ে যাচ্ছিস কি, এগিয়ে গেলেই পাবি নাকি?

৩য়, ক। আমি ত ঠিক বলেছি—বর।

২য়, ক। বয়স কত।

অভি। কে কে শুনতে চাও, বল।

সকলে। আমি শুনবো, আমি শুনবো, আমি কথা কইব, আমি গান শুনাবো, আমি নাচ দেখাব—আমি খাওয়া দেখিয়ে মোহিত করবো।

অভি। কে কি করবে, সব একবারে বল্লে ত মনে থাকবে না। তোমরা সুবাই নামের একটা তালিকা দাও আর যদি তাকে পেতে চাও, তাহলে একটী উপায় বাতলে দিই., তোমরা শোন।

সকলে। বল—বল—

২য়, ক। আমি আগে কথা কয়েছি, তোমরা শোনবার কে?

৩য়, ক। বটে, আমি সকলের আগে বর ঠাওরেছি।

২য়, ক। তবে ত একেবারে মাথা কিনেছিস—তুমি বলত ভৃত্য, বলত।

অভি। ওই কে আসছে—তাহলে এখানে নয়—এ জায়গা ছেড়ে চল, তাগটা শিখিয়ে দিলে, এস।

সকলে। বেশ—বেশ—বকশিস দেবো—বকশিস দেবো।

[সকলের প্রস্থান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। এতদিন পরে বেঙ্কটনাথ বুঝি আমার মনস্কামনা পূর্ণ

কথা কইলেন। কিন্তু একি যন্ত্রণা! কাছে এসে হাতের কাছে পেয়ে আমি ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। দেখা দাও প্রাণেশ্বরী, দেখা দাও—আর আমার সঙ্গে, লুকোচুরি খেলো না। একটা বেদেনীকে দিয়ে রহস্য করিয়ে আমার যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছ। বেদেনীর অপবিত্র কণ্ঠে কি অমন স্বর্গীয় সঙ্গীত ঢালতে আছে! অন্য রাজকুমার হলে তারই মোহে আত্মহারা হয়ে হয়ত বেদেনী-কেই আত্মসমর্পণ করে বসতো—আমি কিন্তু বেদেনীর শত চেষ্টাতেও আত্মহারা হইনি। তোমার লোভে পিতার আদেশ অমান্য করেছি। দাও প্রাণেশ্বরী ধরা দিয়ে পুরস্কার দাও।

(২য় রাজকন্যার প্রবেশ)

২য় ক। ওহো হো! কেমন করে তাকে পাব, কোথায় তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—হায় হায়! আমার কি এমন ভাগ্য যে, আমি তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—উঃ!

পুণ্ড। য়্যাঁ! কি বললে—কি বললে! সে তুমি!

২য়, ক। য়্যাঁ তাইত কি দেখছি—তুমি!

পুণ্ড। বল, আবার বল—সেই বিশ্ববিমোহন সুরে আবার বল।

(রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

৩য়, ক। বটে? ও একা বলবে—

সকলে। কেন কিসের জন্য—আমরা কি বানে ভেসে

এসেছি ? (পুণ্ডরীককে বেষ্টন করিয়া) শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা।

পুণ্ড। তাইত ব্যাপার কি !

২য়, ক। রাজকুমার ! এরা সব ছলনাময়ী—এদের কথা শুনবেন না।

পুণ্ড। কে তোমরা !

সকলে। ও ব্যক্তিও যে, আমরাও সে।

২য় ক। কি তোরা আর আমি এক—আমার বাপ রাজা, আর তোদের বাপ সব ছোট ছোট তালুকদার।

৩য়, ক। নে ভারী রাজা—ভুঁই-শূন্য ইটেঘাটা, হাট বাজারের রাজা।

৪র্থ, ক। যা, যা গুমোর করিস নি।

পুণ্ড। তোমরা একি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। দোহাই, সত্য করে বল এ গানটী কে গাইছিলে—দোহাই সুন্দরী ! আমি একটু পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে একজনের মধুর কণ্ঠ শুনেছি। বল সে কার।

২য় ক। সে আমার।

সকলে। আমার গো, আমার।

৩য় ক। তবে হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙ্গি—আমাদের কারও নয়, আমরা সব শুনে শিখেছি।

সকলে। শত প্রেমিকের প্রাণের কামনা আমি পূর্ণর মাসী।
পথের মাঝে পরাণ বঁধু দিও না গলায় ফাঁসি।

পুণ্ড। কি, কি বললে ? আর একবার বল দেখি শুনি।

(অভিরামের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

অভি। (আর) দায় পড়ে গেছে বলতে।
আবার শুনলে আছাড় খাবে পাহাড় পথে চলতে।

পুণ্ড। পাপিষ্ঠ নরাধম অভে! এখানেও তুই—

অভি। তুমি শিবরাত্রের শলতে,
তোমাকে কি পারি ভুলতে?
একি প্রাণে সবে তুমি নিভে যাবে, ভরাদীপে পুরো জ্বলতে।

পুণ্ড। সুমুখ থেকে যদি না যাস্ত তোকে কেটে ফেলবো।

অভি। বল, বল—রাজকুমারীরে চুপ করে রইলে কেন?

সকলে। শত প্রেমিকার ইত্যাদি।

পুণ্ড। দূর দূর কাছে আসিসনি, কাছে আসিসনি—দূর।

[প্রস্থান।

অভি। ছেড়োনা—পিছু নাও—পিছু নাও।

[সকলের প্রস্থান।

(বরুণা ও আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কি মা! তুমি সঙ্গে গেলে না?

বরুণা। ওরা রাজকুমারী ওরা তাই সঙ্গে গেল। আমি বেদের মেয়ে, আমি গিয়ে কি করব! তার ওপর আমিত কুমারী নই!

আনন্দ। তবে তুমি কি মানসে বেঙ্কটনাথের পূজা করতে এসেছিলে?

বরুণা। আমার স্বামী দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাই তাঁর পথের কল্যাণ কামনা করতে এসেছি।

আনন্দ। বেদের মেয়ে তোমাকে মন্ত্র বলে দিলে কে?

বরুণা। কেন আপনি?

আনন্দ। আমি!

বরুণা। আমি ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম—ঠাকুর! আমি বেদেনী তোমার সুমুখে আর কখন আসিনি—কি বলে তোমায় ডাকতে হয় জানি না। কি বলে তোমাকে ডাকবো বলে দাও।—বলতে না বলতেই আপনি এলেন, মন্তর বলে দিলেন,—আমি বলতে বলতে ঠাকুরের মাথার ফুল পড়ে গেল। আপনি বললেন, ঠাকুর তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন।

আনন্দ। সে কখন্?

বরুণা। সেই ভোরে।

আনন্দ। কিরাতনন্দিনী! সে আমি নই, স্বয়ং বেঙ্কটনাথ তোমাকে নিজের পূজার মন্ত্রোপদেশ দিয়েছেন।

বরুণা। আপনিই ত বেঙ্কটনাথ।

আনন্দ। তা তুমি বলতে পার। এখন কোথায় যাবে?

বরুণা। বনে।

আনন্দ। বেশ যাও।

[বরুণার প্রণাম ও প্রস্থান।

বেঙ্কটনাথ! আমার মূর্ত্তি ধ'রে, এই কিরাতনন্দিনীর গুরুর কার্য্য ক'রে, তোমার চিরদরিদ্র সেবককে অপদস্থ করলে কেন? তোমাকে যে পেয়েছে, তার অজ্ঞাতসারে, ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তার

ভিতরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু প্রভু! আমি যে অজ্ঞান। দেখো ঠাকুর! বেদেনীর কাছে যেন অপ্রতিভ না হই, তাহলে তোমারই সম্মুখে বিষপানে প্রাণত্যাগ করবো। তা যাহ'ক, কেবল রাজনন্দিনীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কখন এলো, কখন গেল, সে এক পদক ফেলে গেছে, তাইতেই সে এসেছে জানতে পেরেছি, নইলেত জানতে পারতুম না।

(অন্বেষণের অভিনয় দেখাইতে দেখাইতে বরুণার পুনঃ প্রবেশ)

হুঁ! ধরা পড়েছো! কি বেটী! এ পদক কি তোর?

বরুণা। আজ্ঞে, আপনি পেয়েছেন! গলা থেকে কখন পড়ে গেছে জানতে পারিনি।

আনন্দ। এ পদক আমার কাছে থাক্, সময়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। যাক, আর নয়—আর মিছে মরীচিকার লোভে ঘুরবো না—এই কুহকময় সংসারে আমার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী মিললো না। যখন মিললো না, তখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়। শুধু এই দেশটা বাকী, এখানে মিললোত ভাল, না মেলে গৃহে ফিরে পিতাকে

বলবো. আমাকে মৃত্যু দিন। কুৎসিতা কদাচার বেদেনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আর চল্‌তে পারছি না, এই নগর প্রান্তে উপবনে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। এই বারেই আমার অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা। এইখানে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণেশ্বরীকে পেলুমত পেলুম, নইলে এই স্থান থেকেই ঘুরে ফিরবো—চির হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীর প্রাণ আমার ফেরবার জন্য দায়ী। সুতরাং আর বেশী দিন আমার ঘোরা চলছে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

এই—এই—ভগবান এই বার বুঝি আমার ঘোরা ঘুরির শেষ করলেন! সেই কণ্ঠ সেই সুর, কিন্তু এত সে গান নয়। বিধি, এই বারে বুঝতে পেরেছি, আমাকে সেই অমূল্য মনির খনিতে এনে উপস্থিত করেছ। মরি মরি! তরঙ্গে তরঙ্গে এ মোহন সুর বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত করে দিলে—তরুলতার পত্রে, পক্ষীর কণ্ঠে ত নিস্বনে কলরবে. যেন সহস্র বীণায় সে সুরের ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। এসো মধুময়ী সঙ্গীত রূপিনী! তোমাকে সহজে পাবার প্রত্যাশা করে আমি অপরাধ করেছি। তুমি ধরা দিতে আমার গৃহ দ্বারে গিয়েছিলে—এই বারে এসো প্রিয়তমে, আমি দূরে তোমার গৃহ দ্বারে তোমার প্রেমমন্দিরে অতিথি হতে এসেছি। তাইত সর্ব্বাঙ্গ রত্ন বিভূষিতা কিন্তু দারুণ কুৎসিতা—এ কে ?

(জটাবতীর প্রবেশ)

জটা। কেমন ?

পুণ্ড। তুমি কে ?

জটা। আগে বল কেমন?

পুণ্ড। কেমন কি?

জটা। কেমন জব্দ?

পুণ্ড। কিসের জব্দ?

জটা। বটে! এখনও ঘোরবার সখ্ মেটেনি? সখী!

পুণ্ড। থাক্ থাক্ আর সখীকে ডাকতে হবেনা। তোমাতেই যথেষ্ট।

জটা। আমাতেই যথেষ্ট হ'লে কি এখনও কথা কাটা কাটি কর। এখনও তুমি জব্দ হওনি। কি বল, তানপুরো আনবো?

পুণ্ড। ও বাবা! এ কোথায় এলুম! ঘুরতে ঘুরতে শেষ কালে কি হাবোড়ে পড়লুম! এর চেয়ে যে বেদেনী ছিল ভাল।

জটা। বসে বসে ভাবতে লাগলে কি! তানপুরোটা আনাই?

পুণ্ড। তানপুরো কি হবে? আমিত গান জানি না।

জটা। সেকি এত দিন ধরে শুনলে, আজও গানটা শিখতে পারলে না?

পুণ্ড। তুমি বোধ হয় লোক চিনতে পারছ না। তুমি কাকে মনে করে কাকে বলছ।

জটা। আচ্ছা তুমি না পার আমারই একটু শোন—কাকে মনে করে কাকে বলছি, তাহলেই বুঝতে পারবে।

পুণ্ড। থাক্ এখন আর গানে প্রয়োজন নেই—তোমার রূপেই যথেষ্ট।

জটা। তুমি গানের পাগল, তুমি রূপের কথা তুলছ কেন ভাই!

পুণ্ড। ও বাবা! এ বলে কি!

জটা। রূপত আমার আছেই, সে জগতের লোকে জানে। আমার রূপ দেখে হাজার হাজার রাজপুত্তুর পাগল হয়ে গেছে।

পুণ্ড। আহা! তাহলে অনেক রাজাকে নির্ব্বংশ করেছ বল।

জটা। তা করতে হয়েছে বইকি? বুঝতে পারছনা—এত বয়স পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি কেন?

পুণ্ড। কেন হয়নি সুন্দরী?

জটা। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে বাবা এক একটা রাজপুত্তুর ধরে আনে। সে যেমন এসে আমাকে দেখে, অমনি পাগল হয়ে যায়। আর বাবাও অমনি তাকে দূর করে দেয়। শেষে বাবা রেগে আমাকে বললে তুই আর কখন কাউকে রূপ দেখাসনি।

পুণ্ড। তবে এ অধীনের প্রতি এ করুণাটা হল কেন?

জটা। তুমি কি দেখে পাগল, তুমি যে শুনে পাগল। তোমায় কি জোর করে করুণা করতে হয়, তোমায় দেখলে করুণা আপনি আপনি উথলে ওঠে।

পুণ্ড। কে তুমি সুন্দরী?

জটা। সুন্দরী আমি কেন, সুন্দরী তোমার প্রাণতোষিণী বেদেনী।

পুণ্ড। (স্বগতঃ) আরে ম'ল এ বলে কি?

জটা। কি, কথাটা কানে লাগছে?

পুণ্ড। শুধু কানে—হাড়ে মগজে মজ্জায়

জটা। তাই বল—যখন দেখলুম, রূপে সুবিধে হলনা, তখন লাখো টাকা খরচ করে, কালোয়াত দিয়ে গান শিখলুম।

পুণ্ড। আর সেটা আমারই ওপর প্রয়োগ করতে এসেছ বুঝি।

জটা। প্রয়োগ কি আজ করছি বঁধু! তুমি পাগল হয়ে ছুটো ছুটী করছ কার গানে?

পুণ্ড। সে কি, এতদিন আমি তোমারই গান শুনে উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছি!

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ।

পুণ্ড। তোমারই জন্যে আমি পিতার অবাধ্য হয়েছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ!—দেখ দেখ, আমার গানের মজা দেখ। লাখো টাকা খরচ করে শেখা গান। তাতেকি চালাকিটা করবার যো আছে!

পুণ্ড। সে বাগান তুমি রচনা করেছ?

জটা। হিঃ হিঃ! রচতে রচতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। দেখ দেখ।

পুণ্ড। এখন থাক্, পরে দেখা যাবে। তুমি তত দূরে কি করতে গিয়েছিলে?

জটা। কি করি বঁধু! কাছের রাজপুত্তুর সব পাগল করে উজোড় করে ফেলেছি। দূরের বঁধুর মধ্যে এক তুমি আছ বাকী। জানি তুমি একদিন না একদিন মৃগয়া করতে আসবেই। তাই বনের ভেতরে একটা বাগান তইরি করতে লেগে গেলুম। আমি কিস্কিন্ধ্যার মেয়ে, আমার পূর্ব্ব পুরুষ সীতা উদ্ধারের সময় সাগরে সেতু বেঁধেছে—আমি যা বাগান করবো সেকি আর দুনিয়ার লোকে করতে পারবে!

পুণ্ড। তুমি সত্য বলছ?

জটা। তাহ'লে দেখ একটা মজার কথা কই। তোমায় দেখেইত মন প্রাণ মজে গেল। মনে করলুম তুমি বনে বনে ঘুরে

ঘুরে সারা হচ্ছ, তোমাকে ধরা দিই। এই ভেবে আমার পোষা হরিণটে তোমাকে দেখালুম—কিন্তু তুমি এমনি বোকা—নিজে না এসে, চাকরটী পাঠিয়ে সন্ধান নিতে গেলে। তাইতে আমার রাগ হ'ল, আমি একটা বেদেকে বউ সাজিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লুম। কেমন প্রাণ বঁধু! বেদে বউটী পছন্দ হয়েছিল?

পুণ্ড। সে পছন্দের কথা আর কি বলছ—সেই অবধি প্রাণ আমার কেবল বেদে বেদে করছে।

জটা। কেমন! কেমন জব্দ করিছি! নাও—আর কষ্ট করতে হবে না। এত দিনে তোমার কষ্টের শেষ হ'ল নাও— এই বারে চল।

পুণ্ড। কোথায়?

জটা। একে বারে ছাঁদনাতলায়, আর কোথায়?

পুণ্ড। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সুন্দরী একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জটা। আচ্ছা আমি পাশে বসি, তুমি বিশ্রাম কর।

পুণ্ড। সর্ব্বনাশ করলুম দেখছি—একটা বেদেনীর ওপর অভিমান করতে একটা বাঘিনীর খর্পরে পড়লুম?

জটা। তুমি শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা, তোমায় আমি কি ছেড়ে থাকতে পারি?

পুণ্ড। আরে মল! এ বলে কি?

জটা। তুমি পূর্ণিমার শশী—আর আমি কুমুদী।

পুণ্ড। এ কোন মায়াবিনী নাকি! হে ভগবান, যদি আমায় বেদেনী দানই তোমার অভিপ্রায় হয় ত তাই দাও। আমাকে এ রাক্ষসী মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা কর।

জটা। কি চোক কপালে উঠছে যে? এখন বুঝতে পারলে আমি কে?

পুণ্ড। তাই বল, তুমি আমার কুমুদী! তা এতক্ষণ বলনি কেন? তোমার জন্যেই ত আমি পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জটা। আমি কি পর মানুষ ঘরে এনেছি গা! এ কথা তুমি এতক্ষণ বুঝলে!

পুণ্ড। তাহ'লে বলত আমার প্রাণের কুমুদী আমি তোমাকে কেন ভাল বাসি।

জটা। বলব বলব! ইয়া—ইয়া হাঁ—

পুণ্ড। কি মধুর—কি মধুর!

জটা। রিরিরিরি—এই টে হচ্ছে মহড়া—

পুণ্ড। উঃ! কি মধুর, কি মধুর!

জটা। অয়—অয়—অয় অয়—

পুণ্ড। বাপ্!

জটা। এইটে হচ্ছে আস্থায়ী গিট্‌কিরি।

পুণ্ড। বাপ্! আস্থায়ী গিট্‌কিরিতেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, স্থায়ী গিট্‌কিরি হলে আর বাঁচবো না। দোহাই প্রাণকুমুদী ক্ষান্ত দাও—তোমায় কেন ভাল বাসি এই বারে বুঝতে পেরেছি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। কি আমার প্রাণকুমুদীর সঙ্গে নির্জনে কে প্রেমালাপ? কেও রাজকুমার!

পুণ্ড। কে ও—অভিরাম! আমি তোমার কি শক্রতা করেছি অভিরাম যে, তুমি এমন ক'রে আমার সঙ্গে শক্রতা করছ!

অভি। কি করব রাজকুমার! আপনাকে দেখলেই মনের ভেতরে আপনা আপনি কেমন এক শক্রতা জেগে ওঠে। তাইতেই এমনটা ক'রে ফেলি রাজকুমার!

পুণ্ড। বেশ যথার্থই যদি তোমার এত শত্রুতা জাগে, তাহ'লে এরূপ ক'রে অবমাননা না ক'রে, আমাকে হত্যা কর।

জটা। কিগো তানপুরোটা আনবো?

অভি। হাঁ হাঁ—অত কষ্ট করতে যাবে কেন? এক গাছা দড়ি দিই। তার এক দিকে তুমি কোমরে বাঁধ, আর এক দিক্ দাঁতে ধর। তাহ'লেই পয়লা নম্বরের তানপুরো হয়ে যাবে এখন। তোমার উদরদেশ একটী তুম্বো লাউ।

জটা। কি আমাকে তামাসা! এখনি আমি রাজাকে ব'লে তোমার শিরশ্ছেদ করছি।

অভি। তাই কর! তোমার রূপ দেখে আমার চোখ টনটন করছে।

(জটাবতীর প্রস্থান)

পুণ্ড। অভিরাম! আমাকে মুক্তি দাও, আমি দেশে ফিরে যাই।

অভি। সত্য কথা?

পুণ্ড। আর আমি মরীচিকার প্রলোভনে ঘুরবো না।

অভি। দেখুন, এখনও বুঝে দেখুন?

পুণ্ড। তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?

অভি। গৃহে গিয়ে কি বেদেনীকে বিবাহ করবেন?

পুণ্ড। তা কেমন ক'রে করবো—প্রাণ দেবো।

অভি। তাহ'লে আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আপনি কাঞ্চী রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

(কাঞ্চি রাজকুমারী নেপথ্যে)

কাঞ্চী-কু। কই অভিরাম, কোথায় তোমার প্রভু ?

পুণ্ড। তাইত অভিরাম! শত্রুতার ছল ক'রে এ কি রূপের ডালি আমার সম্মুখে এনে উপস্থিত করলে। রাজনন্দিনী! রূপের ভিখারী বলে কি, আমাকে এতই কষ্ট দিতে হয়। যেয়োনা— দোহাই প্রাণেশ্বরী যেয়োনা। পিপাসায় নয়ন আমার পূর্ব হ'তেই শক্তিহীন হয়েছে, আর তাকে অন্ধ কর না।

পুণ্ড। মিলিয়ে দাও—সঙ্গী মিলিয়ে দাও। শুধু রাগিণীর আলাপে আর প্রাণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। অভিরাম—ভাই! সঙ্গীতে শব্দ যোজনা কর।

অভি। চলুন রাজকুমার, কাঞ্চি রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

গীত।

পথে কেঁদে ও কে চলেছে!
দুটি গণ্ডে তারকা ঝরে—
চলিতে ঢলে, ঢলে সে চলে, বুঝি কে পথে তারে ছলেছে।
জীবনের সাধ কি ধন আশে, আজিয়ে কেন সে পরবাসে—
পবন পরশে ঘন সিহরে সে, কে যেন কাণে কি কথা বলেছে॥
অজানা পথ শেষ, হবে না পাবে না দেশ,
মতি কি কায় (ও) সে পায়ে ঢেলেছে।
এ ভাবে কবেরে পথ মিলেছে॥

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। এ কি! বেদেনী যে! এখানে পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিস্!

বরুণা। হামি বেদেনী—মনের সাধে সারা দুনিয়া ছুটোছুটি করি—হামার আবার এখান সেখান কি আছে ভাই!

অভি। আর মিছে আসা—যার জন্যে এলি, তাকে এই মাত্র রূপের ফাঁদে ফেলে দিয়ে এলুম।

বরুণা। তুইই আমাকে সোয়ামী দিলি, এখন আবার দুসমণি করলি কেনে ভাই।

অভি। কেন দিলুম বলবো বেদেনা?

বরুণা। কেনে ভাই!

অভি। তোকে দেখে আমার প্রাণে কেমন একটা উল্লাস আসে। আমার একটী বোন বহুকাল থেকে নিরুদ্দেশ। তাকে দেখতে পেলে মনে যে একটা আনন্দ হবে, এ যেন তার চেয়ে কিছু কম নয়। বোধ হয়, তোকে দেখে যেন সেই আনন্দই হয়েছে।

বরুণা। তবে দুসমণি করলি কেনে ভাই?

অভি। প্রাণ দিয়ে সে দেখতে শিখেছে কি শুধু চোখ দিয়ে তার দেখা—তাই বুঝতে তাকে এই সুন্দরীর কুহকে নিক্ষেপ করেছি। সে যদি শুধু বাহিরের রূপে মুগ্ধ হয়, তাহ'লে বুঝবো তার গান শুনে মুগ্ধ হওয়া মিথ্যা। তুই যদি আমার ভগিনী হতিস্, আমি কখন তোকে সেই কপটাচারকে দান করতুম না।

বরুণা। এতই যদি দয়া করলি, গরীব বেদেনীকে বহিন বললি তখন হামি বলি—হামিই বা একটা কানাকে এ সাধের প্রাণ কেনে ঢেলে দেব। ভাই! তুই হামার নমস্কার লে। আমি তোর গরীব

রহিল—আমার আশীর্ব্বাদ কর—হামি যেন তোর মান রাখতে পারি। হামি জান দেবো, তবু কানাকে প্রাণ দেবো না।

অভি। বোন—আমিও তোকে তা দিতে দেবো না। তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কক্ষণে ফিরে চল্লুম। বুঝলুম, আমি যাকে প্রথম দেখে রাজার সুমুখে উপঢৌকন দিয়েছি, সে বেদেনী হ'লেও, যে রাজার ঘরে ঢুকবে, তারই ঘর পবিত্র হবে।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

পুণ্ডরীক ও কাঞ্চীকুমারী।

পুণ্ড। এই ত আমি তোমার কাছে এসেছি। আকাঙ্ক্ষার আবেগে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, আজ আমি তোমার দ্বারে ভিখারী। প্রাণময়ী! এইবারে আমাকে তৃপ্তি ভিক্ষা দাও।

কাঞ্চী-কু। আবার কি ক'রে তৃপ্তি ভিক্ষা দেব। এইত আমি তোমাকে বল্লুম যে আমি তোমার। তুমিও ত আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ।

পুণ্ড। মনের আবেগে বলেছি—ধ্রুব বিশ্বাসে বলেছি—প্রাণের সামগ্রী পেয়েছি জেনে বলেছি। কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হয়ে নীরব কেন—দাসকে পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। ওমা আবার কি পরিচয় দেব। আমি কাঞ্চীরাজ-কুমারী তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

পুণ্ড। তাই কি তোমার পরিচয় সুন্দরী?

কাঞ্চী-কু। তবে আবার কি!

পুণ্ড। এ কি কথা রাজকুমারী? আমি কিসের জন্য তোমার অনুসন্ধানে জগৎ ভ্রমণ করেছি! যে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে তুমি আমার মানসচক্ষে রূপের উচ্ছ্বাস তুলেছ, আমাকে সহস্র রূপ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়ে এখানে আনিয়েছ, আমাকে তার পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। এখন আবার একি কথা! তুমি আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ। হাজার হাজার রাজপুত্র আমাকে পাবার জন্যে লালায়িত হয়েছে। আমাকে না পেয়ে উন্মাদ হয়েছে। আমি তাদের অগ্রাহ্য করে তোমাকে ভালবেসেছি। পিতা আমার বিবাহের আয়োজন করছেন। এখন আবার পরিচয় কি!

পুণ্ড। সে কি! এরই মধ্যে বিবাহের উদ্যোগ করছ কি! আমি ত এখনও তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না।

কাঞ্চী-কু। কেন তোমার কি চোখের দোষ হয়েছে? তবে আমার হাত ধরলে কেন? এ কি বেদেনীর হাত যে ধরে নিস্তার পাবে।

পুণ্ড। আমি তোমার পূর্ণ পরিচয় না পেলে তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

কাঞ্চী-কু। কি, আমার রাজ্যে এসে তুমি আমার অপমান করতে চাও?

পুণ্ড। এতে যদি অপমান বোধ কর, তাহ'লে আমি কি করতে পারি।

কাঞ্চী-কু। তোমার কি জীবনের ভয় নেই?

পুণ্ড। তা থাকলে পিতার আদেশ অমান্য করে এতদূর আসি। সেই গীতটী আমাকে শোনাও—শুনিয়ে আপনার করে নাও।

কাঞ্চী-কু। বেদেনী যে গান গেয়েছে, আমি তাই গাইব ?

পুণ্ড। বেশ, তা না গাও—যে গান শুনেছি,তার উত্তর দাও।

কাঞ্চী-কু। যদি উত্তর পছন্দ না হয় ?

পুণ্ড। তাহ'লে বুঝবো, রূপ দেখিয়ে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ।

কাঞ্চী-কু। একেবারে বাসরেই শুনোনা কেন ! দেখ প্রাণেশ্বর তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তখন মনের আবেগে কি গেয়েছি, এখন তোমাকে পেয়ে প্রাণে ভয় হচ্ছে, যদি তোমাকে না তুষ্ট করতে পারি ? তোমাকে কাছে পেয়ে আমার স্বরবদ্ধ হয়ে আসছে, কেমন ক'রে তোমাকে তুষ্ট করবো !

পুণ্ড। রাজকুমারী—কথার প্রাণে যে একটা সুর আছে তা গীত মাধুর্য্যের অপেক্ষা রাখে না। সে যে আপনা আপনিই মিষ্ট—

কাঞ্চী-কু। বেশ, তবে শোন।

গীত।

রূপের পিয়াসী তুমি, তাইত আকুল প্রাণ।
কুমুদীর পদতলে সরসীর কালোজলে ঢেলে দেছ অভিমান ;

পুণ্ড। কি বললে—রূপের পিয়াসী আমি ! তোমার এই মাংস পিণ্ডের একটা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আমি এতদূরে এসেছি ! আমার নেশা কেটেছে—আমি তোমাকে খুঁজতে এতদূরে আসিনি। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তিনি তোমার জন্মে অন্য ভাগ্যবানের সন্ধান করুন। আমি বিদায় নিয়ে চললুম।

[প্রস্থান।

কাঞ্চী-কু। কি, আমার বাড়ীতে এসে, আমার অপমান ! মহারাজ ! মহারাজ !

সেতু।

কাঞ্চীরাজ ও সৈন্যগণ।

সৈন্য। ওই যাচ্ছে—ওই বেটা চোর পালাচ্ছে।

কাঞ্চী-কু। আর পালাবে কোথা—সুমুখে নদী পড়েছে—তাতে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। পালাবার এক পথ নদীর পোল, কিন্তু তার ওপারে একদল সেপাই, সহরের লোকে মোড়া আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক থেকে আমি চলেছি, দুনিয়ায় আর কে আছে, তাকে রক্ষা করে।

সৈ। ওই যে পোলের উপর উঠলো।

কা, রা। সাধ্য কি—উঠলেই বা করবে কি—যাবে কোথা? চলে আয় চলে আয়।

সকলে। মহারাজ! সরে যান—সরে যান—সাপ।

সৈ। ও বাবা! কইগো।

কা, রা! কোথায় রে—কোথায় রে?

সৈ। ও বাবা—ফোঁস ফোঁস করে কোথায় গো!

সকলে। সরে যান—সরে যান!

(সর্পভূষিতা বরুণার প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান)

সকলে। ওরে বাবা ও কে গো!—পালা পালা—

নেপথ্যে। ধরো—ধরো—যেতে দিওনা, যেতে দিওনা। পালালো পালালো।

সকলে। যেতে দিওনা—যেতে দিওনা।

কা, রা। যে ধরবে তাকে লাখো টাকা পুরস্কার দেবে ধরো ধরো—

[সকলের প্রস্থান

(মংরু ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

মংরু। পোলের জোড়টা ভেঙ্গে দিবি, দিয়ে কাঁধে লিয়ে খাড়া থাকবি। বেটীকে জামাইকে পার করে দিয়ে, যেই দেখবি শালারা পিছন লিয়ে সাঁকোর উপর চড়েছে, অমনি কাঁধ ছেড়ে দিবি—সব শালারা জলে পড়ে হাবু ডুবু খাবে, আর তোরা অমনি সাঁতার দিয়ে শালাদের আধমণ করে জল খাইয়ে দিবি।

সকলে। আচ্ছা সরদার।

মংরু। বেটী জামাইয়ের জান বাঁচিয়ে যদি জান যায়রে শালা ক্ষেতি কিরে—

সকলে। কিসের ক্ষেতি একদিনত জান যাবেইরে—চল চল।

মংরু। চল্ চল্—আমি সাঁকোর নীচে একটা লা ধরে রেখে আসি। বেটী যখন জামাইকে লিয়ে চাপবে তখন আমি তোদের সঙ্গ লিব।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

নদীবক্ষ।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। চারদিক ঘেরেছে, আরত পালাবার পথ নেই। ওপারে অস্ত্রধারী সৈন্য, আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এপারে অস্ত্রধারী সৈন্য রাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে। তলদেশে খরস্রোতা তটিনী। কোনদিকে প্রাণ বাঁচাবার উপায় নেই। তাহ'লে কি করি? কি করি? ভগবান, যেদিকে চাই সেই দিকেই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি; তাহ'লে কতকগুলো কাপুরুষের হাতে ধরা দিয়ে মরি কেন?

(পশ্চাৎ হইতে বরুণা।)

বরুণা। ঠিক বলেছ, এসো ঝাঁপ খাই।

পুণ্ড। য়্যাঁ য়্যাঁ—কিরাতনন্দিনী তুমি!

বরুণা। কথা ক'বার সময় নেই, এস আমার সঙ্গে ঝাঁপ খাও। আমি প্রস্তুত।

পুণ্ড। প্রস্তুত—মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত, কেন, কি দুঃখে কিরাতনন্দিনী?

বরুণা। কেন, তুমিই বল।

পুণ্ড। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তোমাকে গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু কিরাতনন্দিনী! এখন বুঝেছি, অপরাধ করেছি। এক সরলার হাত ধরে এ ভীষণ মৃত্যুর দ্বারে আমি প্রবেশ করতে পারবো না। ফিরে যাও—দোহাই বেদেনী ফিরে যাও!

বরুণা। ফেরবার যে উপায় নেই রাজা।

পুণ্ড। উপায় নেই ?

বরুণা। না রাজা—নেই।

পুণ্ড। তবে আয়—জীবনের শেষক্ষণে পরস্পরে উদ্বাহ আবদ্ধ হয়ে—আয় কিরাতনন্দিনী, উত্তাল তরঙ্গশিরে আবাসর শয্যা রচনা করি।

বরুণা। আঃ—কি সুখের দিন।

পুণ্ড। খরস্রোতা তটিনী ভীম কলনাদে এখনি আমাদের কথা উদরগত করবে। এই আমার প্রথম প্রেমালাপ এই শেষ। উপরের ভবিষ্যত সঙ্গী অশরীরী সহচরদের সাক্ষী এস প্রিয়তমে তোমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করি।

(উভয়ের ঝম্প প্রদান)

নেপথ্যে। পোলে ওঠ, পোলে ওঠ—ওঠ—ওঠ—ওঠ

(সিপাইগণের পোলের ওপর ওঠা ও পোল ভগ্ন)

পটপরিবর্ত্তন।

নদীবক্ষে তরণীর উপরে বরুণা ও পুণ্ডরীক।

বরুণার গীত।

হামসে অবলা হৃদয়ে অখলা
মুহি তনু তুঁহু প্রাণী।
তোঁহারি পিরীতি কো সমুঝে রীতি
হাম কুমুদী কিবা জানি॥
সারা দিবস ঘুমে রহি অবশ,
সাঁঝে নয়ন যব মেলি—
বঁধুয়াকো পিয়াসী চাহি দশ দিশি,
হেরি বঁধুয়া তব খেলি।
সলিল তরঙ্গ উপরি করত রঙ্গ
তরণী সমুঝে ওহি বাণী—
যো হি বিদগধ জন, রসে অনুমগন,
সো কভু নহি অনুমানী।

অষ্টম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

শিববর্ম্মা, মানবেন্দ্র, মাধবী, অভিরাম ও পুরবাসীগণ।

শিব। আর কেন দেওয়ান! বর্ষান্তের আর একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট। আমার মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ পুত্রের ফিরে আসবার জন্য তোমার প্রাণ দায়ী। পুত্র ফিরলো না—তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মান। প্রস্তুত কি আজ হয়ে আছি মহারাজ! আজ ষোল বৎসর প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করছি, স্বেচ্ছায় মৃত্যু এ ভগ্ন গৃহে অতিথি হয়নি। আপনি করুণাময়, সত্যনিষ্ঠ, অন্তর্যামী, সমস্ত জেনে দরিদ্র ভৃত্যকে দয়া ক'রে মৃত্যু দান করেছেন।

শিব। কেন ভাই! সে কৃতঘ্ন পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিভূ হয়েছিলে?

মান। ঠিক হয়েছিলুম—জানতুম সে ফিরবে। এখনও জানি সে ফিরবে।

শিব। এর পরে ফিরলে আর তোমার লাভ কি?

মাধবী। কি করলে! উন্মাদ ভাইকে ফিরাতে গিয়ে আপনি ফিরে এলে?

অভি। সে আসছে—আসছে!

মাধবী। আর আসছে—আর এসে লাভ কি! এ অমূল্য জীবনই যদি গেল, ত আর তার এখানে মুখ দেখাবার প্রয়োজন কি।

শিব। দেওয়ান!

মান। এই যে যূপ কাষ্ঠে মস্তক রাখছি মহারাজ!

মাধবী। হা ভগবান কি করলে!

অভি। তাইত! আমারই ভুলে কি সব নষ্ট হ'ল! মহারাজ! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—উন্মাদের মতন রাজকুমার সময়ে পৌঁছিবার জন্য ছুটে আসছে। মহারাজ! পবনের বেগ, পবনের বেগ, তবু বুঝি পারলে না।

শিব। জল্লাদ!

সকলে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে ভগবান! রক্ষা কর, সাধু দেওয়ানকে রক্ষা কর।

শিব। এখনও এক পল বিলম্ব জল্লাদ!

(জল্লাদের খড়্গ উত্তোলন, সকলের চক্ষু মুদ্রিত করুন)

সকলে। দুর্গে! দুর্গতিনাশিনী রক্ষা কর রক্ষা কর।

(পুণ্ডরীকের বেগে প্রবেশ, জল্লাদের খড়্গ ধারণ)

পুণ্ড। দেওয়ান, গাত্রোত্থান করুন।

মান। এসেছ।

মাধবী। জয়দুর্গা, জয়দুর্গা! ভাই এসেছ।

(সকলের জয়ধ্বনি)

শিব। পুত্র! তুমি শুধু দেওয়ানকে রক্ষা করলে না। তুমি দেওয়ান রক্ষা করলে, আমাকে রক্ষা করলে, আমার বংশের গৌরব রক্ষা করলে।

অভি। এখনও বাকি আছে মহারাজ! বেদেনী বিয়ের বাকী আছে।

শিব। কি স্থির করলে পুণ্ডরীক ?

পুণ্ড। আপনার বেদেনী কই মহারাজ! এনে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করি।

শিব। তাইত হে বেদেনী কই ?

মাধবী। ওমা! তাইত! এতক্ষণত স্মরণ ছিল না, বেদেনী কই ?

(পুষ্পাভরণভূষিতা বরুণা, বেদেনী ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

বরুণা। বেদেনীকে ঈর্ষা জলে ডুবিয়ে দিয়েছি মহারাজ!

(প্রণাম করণ)

মাধবী। কি বেদেনী! ভোল ফেরালি যে—আমার নমস্কার ফিরিয়ে নে।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

শিব। একি প্রভু! একি প্রভু! আপনি!

আনন্দ। যে বিবাহে শিব স্বয়ং ঘটক, সেখানে নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রেত বরযাত্রী না হ'লে শোভা পাবে কেন! এই নাও মহারাজ! কিরাতনন্দিনীর পরিচয়। সত্যব্রত! তোমার মর্য্যাদা রাখতে কিরাতনন্দিনী আজ রাজনন্দিনী হ'ল।

মান। কেও—মা! এতদিন পরে আমার হারানিধি এলি!

অভি। কেও! ভগিনী—আমার ভগিনী! আর আপনি! আপনি আমার পিতৃব্য। বেঙ্কটেশ্বর এ আমাকে কি দিলে।

আনন্দ। তোমার মহত্ত্বের পুরস্কার।

মংরু। এই লে রাজা—তোর বিটী লে, ষোল বছর কাঁধে লিয়ে যাকে মানুষ করেছি রে!

শিব। তোমার সামগ্রী তোমারই আছে। এস কিন্নরত্‌! তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। এস মা কুললক্ষ্মী! আমার ঘর আলো করবে এস। এস কেরলরাজ! বহুদিন থেকে তোমাকে আমি গৃহে রেখেছি, কিন্তু হৃদয়ে রাখতে অবকাশ পাইনি। এস ভাই হৃদয়ে এস—ঠাকুর আপনার আশীর্ব্বাদে বধ্যভূমি আজ বাসর গৃহে পরিণত হ'ল।

(বেদে বেদেনীগণের গীত)

(বনে) কোথাছিল কুমুদিনী সঙ্গোপনে।
চারুশশী ছিল বসি কোন গগনে॥
কারে না দেখিল কেউ,
মনে মনে ওঠে ঢেউ,
ব্যাকুল বিরহী দুটী মনে মিলনে?
কুমুদী নয়ন মেলে কৌমুদী গেল গলে
চাঁদ ডুবিল জলে আকুল প্রাণে।
যে যাহারে তুলে নিল হৃদি আসনে॥

যবনিকা পতন।